উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- মীরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · Norwegian Embassy · Sweden · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘুর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়াও মানব সৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য মহাদেবপুর উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমুহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমুহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে মীরসরাই উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্য সচিব	সভাপতি
২৮/০৮/১৪	২৮/০৮/১৪
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	উপজেলা চেয়ারম্যান
মীরসরাই উপজেলা	মীরসরাই উপজেলা
চট্টগ্রাম জেলা	চট্টগ্রাম জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	Ii
সূচিপত্র	iii
টেবিলের তালিকা	vi
মানচিত্রের তালিকা	vii
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-১১**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ মীরসরাই উপজেলার পরিচিতি	২
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	২
১.৩.২ আয়তন	২
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৩
১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৪
১.৪.১ অবকাঠামো	৪
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	৬
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	৮
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**১২-২৫**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১২
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ	১২
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	১৩
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	১৪
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	১৫
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	১৬
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২০
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র	২১
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২২
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	২২

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ২৩
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ২৩
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ২৩

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস **২৬-৩৭**

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ২৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ২৮
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩১
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৩৩
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৩৩
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি ৩৫
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ৩৬
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদি ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান **৩৮-৫৫**

৪.১ জরুরী সাড়া প্রদান (EOC) ৩৮
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৩৮
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৩৯
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৪১
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৪১
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৪১
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৪১
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৪১
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৪২
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ ৪২
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৪২
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৪২
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৪২

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৪২
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৪৩
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৪৩
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৪৩
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৪৭
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৫১
৪.৬ অর্থায়ন ৫২
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৫৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৫৬-৮১
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৫৬
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৫৭
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৫৭
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৫৭
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৫৭
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৫৮
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৫৯
সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬১
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৬৩
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৬৯
সংযুক্তি ৫: এক নজরে মীরসরাই উপজেলা ৭২
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৭৩
সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত বিনিময়/শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমুহ ৭৪
সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫
সংযুক্তি ৯: সাইক্লোন ৮১
সংযুক্তি ১০: অতিবৃষ্টি ৮২
সংযুক্তি ১১:পাহাড়ী ঢল ৮৩

সংযুক্তি ১২: ভূমি ধ্বস ৮৪

সংযুক্তি ১৩: অস্বাভাবিক জোয়ার ৮৫

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল নম্বর ১.১: জিও কোড নম্বর সহ ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ৩

টেবিল নম্বর ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪

টেবিল নম্বর ১.৩: এলজিডি এর তথ্য মতে এক নজরে মীরসরাই উপজেলার রাস্তা। ৫

টেবিল নম্বর ১.৪: এক নজরে মীরসরাই উপজেলার হাট বাজার ৫

টেবিল নম্বর ১.৫ : মীরসরাই উপজেলার ঈদগাঁহ্ ৬

টেবিল নম্বর ১.৬: মীরসরাই উপজেলার কবরস্থান ৮

টেবিল নম্বর ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ১২

টেবিল নম্বর ২.২: উপজেলার আপদ সমুহ ১২

টেবিল নম্বর ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ১৪

টেবিল নম্বর ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ১৫

টেবিল নম্বর ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ১৬

টেবিল নম্বর ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ২২

টেবিল নম্বর ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ২২

টেবিল নম্বর ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ২৩

টেবিল নম্বর ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ২৩

টেবিল নম্বর২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ২৪

টেবিল নম্বর ৩.১: মীরসরাই উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ২৬

টেবিল নম্বর ৩.২: মীরসরাই উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ২৮

টেবিল নম্বর ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩১

টেবিল নম্বর ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৩৩

টেবিল নম্বর ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৩৫

টেবিল নম্বর ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৩৬

টেবিল নম্বর ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৩৭
টেবিল নম্বর ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টার কমিটির সদস্য তালিকা ৩৮
টেবিল নম্বর ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৩৯
টেবিল নম্বর ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৪৩
টেবিল নম্বর ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৪৮
টেবিল নম্বর ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার অবকাঠামো/ সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৫১
টেবিল নম্বর ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৫৪
টেবিল নম্বর ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৫৪
টেবিল নম্বর ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৫৬
টেবিল নম্বর ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল নম্বর ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল নম্বর ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল নম্বর ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৫৮

মানচিত্রের তালিকা **পৃষ্টা**

মানচিত্র ১.১: মীরসরাই উপজেলার মানচিত্র ১১
মানচিত্র ২.১: মীরসরাই উপজেলার সামাজিক মানচিত্র ২০
মানচিত্র ২.১: মীরসরাই উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২১
মানচিত্র ৯: সাইক্লোন ৮১
মানচিত্র ১০: অতিবৃষ্টি ৮২
মানচিত্র ১১: পাহাড়ী ঢল ৮৩
মানচিত্র ১২: ভূমি ধ্বস ৮৪
মানচিত্র ১৩: অস্বাভাবিক জোয়ার ৮৫

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবন দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা **এ উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।** এটি চট্টগ্রাম জেলা সদর হতে ৬০ কিঃমিঃ দুরত্বে অবস্থিত। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা ১৬টি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মীরসরাই থানার কার্যক্রম চালু হয়। অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। উপজেলার প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের অবস্থান লক্ষনীয়। মীরসরাই সাধারণ নির্বাচনী এলাকা হিসাবে ২৭৮, চট্টগ্রাম-১ (মীরসরাই) এর আওতাভুক্ত। মীরসরাই উপজেলার প্রধান সমস্যা নদীভাঙ্গন ও সাইক্লোন । এ **উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারন এর জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি** চট্টগ্রামের মীরসরাই **উপজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে।**

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায়ে মীরসরাই উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভার ও সিটিকর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য করা হবে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ বাবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে **দুর্যোগ** এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- **দুর্যোগ** ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- **দুর্যোগ** ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির **দুর্যোগ** পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা ১৬টি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মীরসরাই থানার কার্যক্রম চালু হয়।

১.৩.১ উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান

স্থলপথে চট্টগ্রামের প্রবেশ পথ মীরসরাই। পশ্চিমে সাগর ও ফেনী নদী ঘেরা বিশাল বিস্তৃত চরাঞ্চল, পূর্বে সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত বনভূমি, মাঝে উত্তর-দক্ষিণে ২৫কি.মি.'র অধিক দীর্ঘ সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত মীরসরাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্বাংশে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার মধ্যে মীরসরাই একটি উপজেলা। এর আয়তন ৪৮২.৮৮ বর্গ কিঃমিঃ। ভূমি প্রকৃতি সমতল ও উঁচু। গড় বৃষ্টিপাত ১৩৫ সেঃমিঃ। মীরসরাই উপজেলা প্রায় ২২°-৩৯′ ও ২২°-৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°-২৬′ ও ৯১°-৩৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তর ও পশ্চিমে ফেনী নদী, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী উপজেলা ও সন্দ্বীপ চ্যানেল, দক্ষিণে সীতাকুন্ড এবং পূর্বে পাহাড়ী এলাকা ও ফটিকছড়ি উপজেলা। মীরসরাই উপজেলার মধ্য দিয়ে ফেনী নদী ও মুহুরী এ দুটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

১.৩.২ আয়তন

মীরসরাই উপজেলা মোট ১৬ টি ইউনিয়ন রয়েছে যা মোট ৪৮২.৮৮ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে ফেনী জেলার সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলা, উত্তর-পূর্বে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে সীতাকুন্ড এবং পশ্চিমে সন্দ্বীপ চ্যানেল (বঙ্গোপসাগর) অবস্থিত। এ অঞ্চলে মোট মৌজার সংখ্যা ১১৩টি, মোট গ্রামের সংখ্যা ২০৯টি এবং মোট পরিবার (খানা) ৬৯১৮৪টি।

টেবিল ১.১: উপজেলা, ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম

উপজেলার নাম ও জিও কোড	ইউনিয়নের নাম ও কোড	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
মীরসরাই (৫৩)	ধুম (২২)	চরকালিদাশ, ধুম, মোবারকগঞ্জ, নাহেরপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৪টি
	দূর্গাপুর (২৪)	দূর্গাপুর, গোপালপুর, হাজীস্বরাই, হরিহরপুর, জনার্ধনপুর, রধুনাথপুর, রায়পুর, শেখরজনার্ধনপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৮টি
	হাইতকান্দি (২৭)	বালিয়াদি, দক্ষিনমুরাদপুর, হাইতকান্দি, জগদিশপুর, কুড়ুয়া, পূর্বমায়ানি(অংশ)। মোট মৌজার সংখ্যা=৬টি
	হিঙ্গুলি (২৮)	আজমনগর, জামালপুর, পশ্চিমহিংগুলি,পূর্বহিংগুলি, সোনারপাহাড়(অংশ)। মোট মৌজার সংখ্যা=৫টি
	ইছাখালী (২৯)	পশ্চিম ইছাখালী,পূর্ব ইছাখালী, উত্তর ইছাখালী। মোট মৌজার সংখ্যা=৩টি
	করেরহাট (৩৫)	বালিরচর, বড়াইয়া, ভালুকিয়া, ছাতাড়ুয়া, দক্ষিনআলিনগর, গেড়ামারা, জয়পুর, পূর্বজোয়ার, কাটা পশ্চিম জোয়ার, কাটাগাং, পশ্চিম আলিনগর, পশ্চিম জোয়ার, পূর্ব আলিনগর, রামগড় সীতাকুন্ডু। মোট মৌজার সংখ্যা=১৩টি
	কাটাছড়া (৪১)	বামনসুন্দর, বানিয়াখালি, আদিলপুর, কাটাছড়া, ,পশ্চিমমিঠানালা, তেমোহনীমুরাদপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৬টি
	খৈয়াছড়া (৪৭)	দুয়ারু, হাসাদায়ন পূর্ব মেঘাদিয়া, মধ্যে মেঘাদিয়া, পশ্চিম খৈয়াছড়া, পলমোগরা, পূর্ব খৈয়াছড়া, পূর্ব মায়ানী। মোট মৌজার সংখ্যা=৭টি
	মায়ানী (৫৩)	পশ্চিম মায়ানী, পূর্ব মায়ানী। মোট মৌজার সংখ্যা=২টি
	মীরসরাই (৫৯)	গোবানিয়া, কিসমতজাফরাবাদ, মহাছিলিমপুর, মিঠাছড়া, মঠবাড়িয়া, পূর্বমঘাদিয়া, পূর্বমিঠানালা,রাঘবপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৮টি
	মিঠানালা (৬৫)	গিনাল, মধ্যোমুরাদপুর, মিঠানলারাজাপুর, পশ্চিমমালিয়াইস, পূর্বমালিয়াইস, রহমতাবাদ, সৈয়দপুর, উত্তরমুরাদপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৮টি
	মঘাদিয়া (৭১)	কচুয়া, মধ্যোমঘাদিয়া। মোট মৌজার সংখ্যা=২টি
	ওসমানপুর (৭৭)	আজমপুর, বনসখালি, বৃন্দাবাদপুর, ফতেপুর, মোরগঙ্, ওসমানপুর, পটাকোট, রোকান্দিপুর, সাহেবপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৯টি
	সাহেরখালি (৮৩)	দক্ষীনমগাদিয়া, ডোমখালী, শেখরখালি। মোট মৌজার সংখ্যা=৩টি
	ওয়াহেদপুর (৮৯)	বড়কামালদহ, ছোটকামালদহ, গাছবাড়িয়া, খাজুরিযা, মাঝিগাঁও, সাতবাড়িয়া, ওয়াহেদপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৭টি
	জোরারগঞ্জ (৯৫)	ভগবতীপুর, দেওয়ানপুর, গোবিন্দপুর, গোপিনাথপুর, ইমামপুর, খিঁলমুরারি, নন্দনপুর, পরগালপুর, পূর্বতাজপুর, সোনাপাহাড়। মোট মৌজার সংখ্যা= ১০টি

তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১

১.৩.৩ মীরসরাই উপজেলার জনসংখ্যা

মীরসরাই উপজেলায় মোট লোকসংখ্যা ৩৭০৮৯৬ জন এর মধ্যে পুরুষ ১৭৩৬৪৫ ও মহিলা ১৯৭২৫১ জন এবং নারী পুরুষ অনুপাত ৯৯: ১০০। এই উপজেলায় মুসলিম ৩৪৩৩৭৪ জন, হিন্দু ৪৯২৬৬ জন, খ্রীষ্টান ৭০ জন, বৌদ্ধ ৪৮৫২ জন এবং বিভিন্ন প্রকার উপজাতি যেমন-সাঁওতাল, বানুয়া, কোচ ও রাজবংশী রয়েছে ১১৫৪ জন। এ উপজেলায় লোক সংখ্যার ঘনত্ব ৭৬৪ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) এবং বার্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩০%।

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা

ইউনিয়ন জিও কোড	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)%	বৃদ্ধ (৬০+)%	প্রতিবন্ধি (%)	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
২২	৭৭০৬	৯০৬৪	৩৪.৯	৯.১	১.৯	১৬৭৭০	৩৪১৯	১০৯১৭
২৪	১০০৭৭	১১০৫১	৩১.৯	৯.৪	১.৮	২১১২৮	৪৩৫১	১৪৩৮৮
২৭	৮৭৩৯	১০৩১২	৩৩.৪	৯.৩	১.৯	১৯০৫১	৩৭০০	১২৬৮৮
২৮	১৩৮২৭	১৫৩০৬	৩৩.৭	৮.৬	১.৮	২৯১৩৩	৫৮৮৯	৯৮১৭
২৯	১২৭৯২	১৫১৮৮	৩৭.১	৮.৮	১.৭	২৭৯৮০	৫২০৫	১৭৬০০
৩৫	১৭১৭৩	১৮২৯৪	৩৭.১	৮.১	১.০	৩৫৪৬৭	৭৩৬২	২২৩০৯
৪১	১০৭৩০	১২৮৬৬	৩৪.৯	৯.৬	১.৭	২৩৫৯৬	৪৩৬৬	১৫৩৬১
৪৭	১১০৮১	১২৩৪২	৩৩.৩	৮.৩	১.৬	২৩৪২৩	৪৮৭৯	১৫৬২৪
৫৩	৮৫১১	৯৭৭৪	৩৩.৬	৯.৬	১.৪	১৮২৮৫	৩৫৪৯	৬১৪৩
৫৯	৭৯৫৩	৮৮৭৫	৩৪	৯.১	১.৩	১৬৮২৮	৩১৬৪	১১১০৭
৬৫	১০৩৯৫	১২৭১৪	৩৩.৭	৯.৮	২.০	২৩১০৯	৪৪৪৫	১৫৩২২
৭১	১০৭৬১	১২৬৪৫	৩৪.১	৯.৬	১.৭	২৩৪০৬	৪৮৩২	১৫৪২৫
৭৭	৬৬৪৫	৮০০০	৩৪.৬	৯.৬	২.১	১৪৬৪৫	৩০৪৬	৯৫৭৮
৮৩	৭৫৭৬	৯৩৩৬	৩৫.১	৯.৬	২.১	১৬৯১২	৩০৪৯	১০৯৭৬
৮৯	১১৮৫০	১৩১৩১	৩৩.১	৮.৬	১.০	২৪৯৮১	৪৭৫২	১৬৭১৩
৯৫	১৭৮২৯	১৮৩৫৩	৩৪.১	৮.১	১.৩	৩৬১৮২	৭৬৩১	২৩৮৪৪
মোট	১৭৩৬৪৫	১৯৭২৫১	৩৪.২৮	৯.০৭	১.৬৪	৩৭০৮৯৬	৬৬০০৮	১৯৯৩৬২

তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

মীরসরাই মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মলি ইত্যাদি রয়েছে। বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

মীরসরাই উপজেলায় ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর ও সাহেরপুর ইউনিয়নে মোট ৬টি বাঁধ রয়েছে। বাঁধ ৬টি মীরসরাই উপজেলাকে রক্ষাকরাসহ **দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।**

স্লুইচ গেট

মীরসরাই উপজেলায় করেরহাট, খৈয়াছরা, দূর্গাপুর, জোয়ারগঞ্জ, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর ও সাহেরপুর ইউনিয়নে মোট ১১টি স্লুইচগেট রয়েছে। স্লুইচগেটগুলো বন্যা ও জোয়ারের পানিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মীরসরাই উপজেলাকে রক্ষা করে।

ব্রীজ ও কালভার্ট

মীরসরাই উপজেলায় ১০০৪ টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। ব্রীজ ও কালভার্টগুলো বন্যা ও জোয়ারের পানিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মীরসরাই উপজেলাকে রক্ষা করে।

রাস্তা

মীরসরাই উপজেলায় মোট ১২৭৩.১৮**কি.মি. রাস্তা রয়েছে। রাস্তাগুলো দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।**

টেবিল ১.৩: উপজেলার রাস্তার তথ্য

রাস্তার প্রকার	রাস্তার সংখ্যা	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
উপজেলা রাস্তা	**১৪**	**১০৩.৯৩**
ইউনিয়ন রাস্তা	**২৪**	**১১৬.২৯**
গ্রাম্য রাস্তা এ	**৩৭৬**	**৯২০.৪৮**
গ্রাম্য রাস্তা বি	**৬১**	**১৩২.৪৮**

তথ্য সূত্র: এলজিইডি, ২০১৪

সেচ ব্যবস্থা

মীরসরাই উপজেলায় মোট **জমি** ৪৪৫৬৭ **হেক্টর। এ সব জমিতে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় ৯৯০টি গভীর নলকুপ, ৮টি অগভীর নলকূপ, ৬৩২টি শক্তি চালিত পাম্প। এছাড়াও এ** উপজেলায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য তিনটি সেচ প্রকল্প- দূর্গাপুরের মহামায়া সেচ প্রকল্প, ইছাখারীর মুহুরী সেচ প্রকল্প ও ওয়াহেদপুরের বাওয়াছড়া সেচ প্রকল্প।

হাটবাজার

মীরসরাই উপজেলায় ৩৩টি হাট-বাজার রয়েছে।

টেবিল ১.৪: উপজেলার হাটবাজারের তথ্য

হাট-বাজারের নাম	হাট-বাজারের ঠিকানা	হাট-বাজারের নাম	হাট-বাজারের ঠিকানা
আজমপুর বাজার	ওসমানপুর, মীরসরাই	কয়লা বাজার	করের হাট, মীরসরাই
আবুতোরাব বাজার	আবুতোরাব, মীরসরাই	গজারিয়া বাজার	সাহেরখারী, মীরসরাই
আবুরহাট বাজার	আজমপুর, মীরসরাই	চৌধুরীহাট বাজার	দেওয়ানপুর, মীরসরাই
এছাক ড্রাইভারহাট বাজার	পূর্ব ইছাখালী, মীরসরাই	ছত্তর ভূইয়ারহাট বাজার	বাড়ীয়াখালী, মীরসরাই
কমর আরী বাজার	দক্ষিণ হাইতকান্দি, মীরসরাই	ছোট কমলদহ বাজার	ছোট কমলদহ, মীরসরাই
করেরহাট বাজার	কাটাগাং, মীরসরাই	জোরারগঞ্জ বাজার	দক্ষিণ সোনাপাহাড়, মীরসরাই
কৈলাশগঞ্জ বাজার	আবুতোরাব, মীরসরাই	ঝুলনপুল বাজার	ঝুলনপুল, মীরসরাই
চৈতন্যেরহাট বাজার	হাজীষশ্বরাই, মীরসরাই	টেকেরহাট বাজার	পশ্চিম ইছাখালী, মীরসরাই
ঠাকুর বাজার	মঘাদিয়া, মীরসরাই	ঠাকুরদিঘী বাজার	পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই
বামনসুন্দর দারোগার হাট	বামন সুন্দর, মীরসরাই	ডাকঘর বাজার	জাফরাবাদ, মীরসরাই
বড়তাকিয়া বাজার	বড়তাকিয়া, মীরসরাই	ভরাদ্বাজ চৌধুরীরহাট বাজার	কাটাছড়া, মীরসরাই
মঘাদিয়া সাধুর বাজার	গজারিয়া, মীরসরাই	মাদবারহাট বাজার	ইছাখালী, মীরসরাই
মিঠাছরা বাজার	পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই	সমিতিরহাট বাজার	ডোমখালী, মীরসরাই
মিঠানালা বোর্ড অফিস বাজার	মিঠানালা, মীরসরাই	সরকারহাট বাজার	নিজামপুর, মীরসরাই
মিঠানালা ভোরের বাজার	মিঠানালা, মীরসরাই	সাহেরখালী ভোরের বাজার	সাহেরখারী, মীরসরাই
সুফিয়া বাজার	পূর্ব মিঠানালা, মীরসরাই	হাদি ফকির হাট	হাদি ফকিরহাট, মীরসরাই

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

মীরসরাই উপজেলায় সাধারণত খড়, বাঁশ, টালি, টিন, ইট, মাটি ইত্যাদি উপকরণ ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এ উপজেলার ঘরবাড়ির মধ্যে **৯.৬% পাকা, ৯.২% আধা পাকা, ৭৯.২% কাঁচা এবং ২.১% ঝুপড়ি রয়েছে।**

পানি

মীরসরাই উপজেলায় ৪৫৫৩টি নলকূপ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্তৃক সরবরাহকৃত) রয়েছে। মীরসরাই উপজেলায় ১.৬% ট্যাপ, ৯৩.৯% টিউবয়েল এবং ৪.৫% অন্যান্য উৎস হতে পানি সংগ্রহ করে থাকে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

মীরসরাই উপজেলায় **১৫.৭% ওয়াটার সিলড, ৬০.৫% নন-ওয়াটার সিলড, ২১.৭% নন-স্যানিটারি, ২.১% কোন স্যানিটারি ব্যবস্থা নাই।**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার

মীরসরাই উপজেলায় ১৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৬টি উচ্চ বিদ্যালয় (যার মধ্যে বালিকা ৬টি), ২০টি দাখিল মাদ্রাসা, ২টি আলিম মাদ্রাসা, ৪টি ফাজিল মাদ্রাসা, ১টি কামিলমাদ্রাসা ও ১ টি পাঠাগার রয়েছে। মীরসরাই উপজেলায় ৬টি কলেজ (যার মধ্যে ৫টি সহপাঠ কলেজ ও ১টি মহিলা কলেজ) রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৮টি বেসরকারী এতিম খানা। এ উপজেলার শিক্ষার হার ৬৫% যার মধ্যে পুরুষ ৬৮% ও মহিলা ৬২%।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সামাজিক সৌহার্দ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মীরসরাই অঞ্চলের মানুষের রয়েছে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সুনাম। মীরসরাই উপজেলায় ৫২০টি মসজিদ, ২৬টি মন্দির, ৪টি গীর্জা ও ৯টি প্যাগোডা রয়েছে।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ্)

মীরসরাই উপজেলায় মোট ৮২ টি ঈদগাহ্ রয়েছে। ঈদগাহগুলোর মধ্যে করেরহাট, মীরসরাই, মিঠানলা, সাহেরখালিসহ কয়েকটি ইউনিয়নের ঈদগাহ্ দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেবিল ১.৫: উপজেলার ঈদগাহ্ এর তথ্য

ইউনিয়নের নাম	ঈদগাহ্ সমুহ
করেরহাট	কাটাগাং ঈদগাহ, ছত্তরুয়া ঈদগাহ, সরকারতালুক ঈদগাহ, পশ্চিম জোয়ার ঈদগাহ, জয়পুর পূর্ব জোয়ার ঈদগাহ, কয়লা ঈদগাহ, অলিনগর ঈদগাহ, বদ্দ ভবানী ঈদগাহ। মোট ঈদগাহের সংখ্যা= ৮টি
হিঙ্গুলী	ঈদগাহ্ আজম নগর মোল্লা বাড়ি ঈদগা মযদান, গাউছিয়া ঈদগা মযদান, মুনু ভুঞাঁ বাড়ী ঈদগা মযদান; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৩টি
ধুম	মৌলভী আক্রাম আলী ঈদগাহ, বলাকা পুকুর ঈদগাহ, শান্তির হাট মাদ্রাসা ঈদগাহ, নাহেরপুর মাদ্রাসা ঈদগাহ, মোবারক ঘোনা ঈদগাহ, কালা কাজী ঈদগাহ;মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৬টি
কাটাছড়া	উত্তর কাটাছরা ঈদগাহ ময়দান, তেতৈয়া ঈদগাহ ময়দান, ফকির গ্রাম ঈদগাহ, ফয়জিয়া মদিনাতুল উলম মাদ্রাসার ঈদগাহ, ছাবিদ আলী মুহুরী বাড়ী ঈদগাহ, মালানা লকিয়ত উল্যা শাহার ঈদগাহ, নজরুল বাজার ঈদগাহ, আবদুস ছত্তার ভূইয়ার হাট ঈদগাহ ময়দান, মুরাদ পুর শাহী জামে মসজিদ ঈদগাহ, বামন সুন্দর ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=১০টি

ইউনিয়নের নাম	ঈদগাহ্ সমুহ
মীরসরাই	কিছমত জাফরাবাদ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, মিঠাছরা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, মিরসরাই ষ্টেশন ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৩টি
মিঠানলা	হসুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদ্রাসা ঈদগাহ, গাজীয়ে বালাকোট আলহাজ্ব হযরত শাহসূফী নুর মোহাম্মদ নিজামপূরী (র:) ঈদগাহ্, পশ্চিম মলিয়াইশ গোলাম রসুল ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ, সৈয়দপুর সুফী নূর মোহাম্মদীয়া ছিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ, সৈয়দপুর মুরাদআলী ভঁইয়া বাড়ী জামেমসজিদ ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৫টি
মঘাদিয়া	আবুতোরাব বাজার মাদ্রাসা বড় মসজিদ ঈদগাহ, শেখেরতালুক মসজিদ ঈদগাহ, মঘাদিয়া মিয়াপাড়া ঈদগাহ, সাধুরবাজার ঈদগাহ, খোরমাওয়ালা ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৫টি
মায়ানী	মধ্যম সৈদালী জামে মসজিদঈদগাহ, দক্ষিণ সৈদালী জামে মসজিদ ঈদগাহ, বাইতুর নুর জামে মসজিদ ঈদগাহ, মনু ভূঁঞা পাড়া জামে মসজিদ ঈদগাহ, ভূঁঞা পাড়া ঈদগাহ, মাঝি গ্রাম ঈদগাহ, খোনার পাড়া ঈদগাহ, আনন্দর বাজার ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=৮টি
হাইতকান্দি	বালিয়াদি নতুন হাট ঈদগাহ, বালিয়াদি মীর্জা পাড়া জামে মসজিদ ঈদগাহ, মহালংকা ফিতুর মোহাম্মদ ভূঁইয়া ঈদগাহ, কমর আলী বাজার ঈদগাহ, হাইতকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, তারাকাঠিয়া ঈদগাহ, কুরুয়া ঈদগাহ, উত্তর হাইতকান্দি ঈদগাহ, উত্তর হাইতকান্দি জামে মসজিদ ঈদগাহ, কমর আলী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=১০টি
ওয়াহেদপুর	ওয়াহেদপুর ঈদগাহ, মাওলানা নুর আহম্মদ (রহ) ঈদগাহ; মোট ঈদগাহের সংখ্যা=২ টি
সাহেরখালি	হাসমত আলী ঈদগাহ, নয়া বাজার জামে মসজিদ ঈদগাহ, খেয়ার হাট দাখিল মাদ্রাসা ও মসজিদের ঈদগাহ, আলী মসজিদ ঈদগাহ, ছমদ আলী ভূইয়া বাড়ী, হইয়া মিয়া মসজিদ ঈদগাহ, চেরাজুল হক চৌ: বাড়ী জামে মসজিদের ঈদগাহ, উত্তর সাহেরখালী মৌল্লা পাড়া ঈদগাহ, সাহেরখালী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, শেখ ইব্রাহিম ঢোলা ঈদগাহ, আলী মিয়া চৌধুরী পাড়া ঈদগাহ ময়দান, পশ্চিম সাহেরখালী ঈদগাহ ময়দান, জামাল সফি প্রা:বিদ্যলয় সংলগ্ন ঈদগাহ, পূর্ব সাহেরখালী জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ, বদি উদ্দিন জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ, লমি সারেং জামেমসজিদ ঈদগাহ, সৈকত জামে মসজিদ ঈদগাহ, জীবন ভূইয়া জামে মসজিদ ঈদগাহ, মাওলানা ইদ্রিছ মিয়া ঈদগাহ, ডোমখালী ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব ডোমখালী ঈদগাহ, পূর্ব ডোমখালী ঈদগাহ। মোট ঈদগাহের সংখ্যা=২২ টি

তথ্য সুত্র: ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, ২০১৪

স্বাস্থ্য সেবা

মীরসরাই উপজেলায় ০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে।

ব্যাংক

মীরসরাই উপজেলায় ২৬টি ব্যাংক রয়েছে । এ **উপজেলাধীন সর্বসাধারণের জন্য যে ব্যাংকগুলো সেবা দিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল** সোনালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, সোসাল ইসলামী ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আনসার বিডিপি, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, পুবালী ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক ইত্যাদি।

পোস্ট অফিস

মীরসরাই উপজেলার প্রধান ডাকঘর ও শাখাসহ ৩০টি ডাকঘর এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১টি রয়েছে। এগুলো দুর্যোগের সময় সাহায্য করে থাকে।

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মীরসরাই উপজেলায় ৬৪ টি ক্লাব আছে। এছাড়াও অভিনন্দন ক্লাব নামে একটি **ক্রীড়াসংগঠন** রয়েছে যা বাঁশখালীতে (মুহুরী প্রজেক্ট বাজার) অবস্থিত।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

মীরসরাই উপজেলায় বেশ কিছু স্থানীয় এন.জি.ও কর্মরত রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-ব্র্যাক, আশা, সিসিডিপি, প্রযুক্তী পীঠ, গ্রামীন শক্তি, প্রশিকা, সিসিডি, পিকেএসএফ, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়াও এ উপজেলায় ২টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ২টি মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, ৩টি ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, ৮৫টি বহুমুখী সমবায় সমিতি, ৫টি মৎস্য সমবায় সমিতি, ৩টি আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি, ৩টি কৃষক সমবায় সমিতি, ২টি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি, ৩টি চালক সমবায় সমিতি ও ১৯টি অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে ।

খেলার মাঠ

প্রাচীনকাল থেকেই মীরসরাই উপজেলার জনেগাষ্ঠী ক্রীড়ামোদী। এখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বর্তমানে ক্রিকেট ও ফুটবলের আধিপত্য দেখা গেলেও অন্যান্য খেলাও পিছিয়ে নেই। মীরসরাই বেশ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। এর মধ্যে মীরসরাই স্টেডিয়াম-শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

মীরসরাই উপজেলায় মোট ৮৮৭টি কবরস্থান ও ১৩৫টি শ্মশানঘাট রয়েছে।

টেবিল ১.৬: উপজেলার কবরস্থানের তথ্য

কবরস্থানের নাম	কবরস্থানের অবস্থান	কবরস্থানের নাম	কবরস্থানের অবস্থান
সফিউর রহমান মসজিদ কবরস্থান	বৃন্দাবনপুর	হলুদ মসজিদ কবরস্থান	পাতাকোট
আজিম মুহুরী বাড়ীর কবরস্থান	বৃন্দাবনপুর	দৌলত বিবি মসজিদ কবরস্থান	আজমপুর
দলিলুর রহমান মেস্ত্রী বাড়ীর কবরস্থান	বৃন্দাবনপুর	ভূঁইয়া জামে মসজিদ কবরস্থান	আজমপুর
জালাল সাহেবের বাড়ীর কবরস্থান	বৃন্দাবনপুর	চৌধুরী সারেং কবরস্থান	সাহেবপুর
নৈচু মিঝি কবরস্থান	বাঁশখালী	বড়মসজিদ কবরস্থান	সাহেবপুর
বাঁশখালী জামে মসজিদ কবরস্থান	বাঁশখালী	ঘাট মাঝির কবরস্থান	ওচমানপুর
রোকন্দিপুর কবরস্থান	রোকন্দিপুর	নেয়াজি পুকুর কবরস্থান	ওচমানপুর
ওচমানপুর কবরস্থান	ওচমানপুর	ফাতেহপুর কবরস্থান	মরগাং
ঘীনা কাজী বাড়ীর কবরস্থান	মরগাং	গনী মুহুরী কবরস্থান	মরগাং

তথ্য সূত্র: ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, ২০১৪

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

মীরসরাই উপজেলায় যোগাযোগের জন্য রেল ষ্টেশন ৪টি, পাকা রাস্তা ২০৩.২৪ কিঃমিঃ, অর্ধ পাকা রাস্তা ১৩৬.২৭ কিঃমিঃ এবং কাঁচা রাস্তা ১৬০৫.২০কিঃমিঃ। এ সমস্ত রেল ষ্টেশন ও রাস্তা-ঘাট দুর্যোগের সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বন ও বনায়ন

মীরসরাই উপজেলায় সাহেরখালী ইউনিয়নের উপকূলীয় বনাঞ্চল ও করেরহাট ইউনিয়নের করেরহাট বনাঞ্চল রয়েছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই স্থানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ স্থান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেন হাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

মীরসরাই উপজেলায় বৃষ্টি তুলনামুলক বেশী হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর মতো অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় যেখানে ১০০(একশ) ইঞ্চির উর্ধ্বে। সেখানে মীরসরাই উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় ২২৮ ডিগ্রী সে.মি।

তাপমাত্রা

মীরসরাই উপজেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৬-৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এপ্রিল- মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ ৩৭-৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াস । বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের এর তথ্য মতে মীরসরাই উপজেলায় গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩০-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত দেখা যায়।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

মীরসরাই উপজেলায় ৯৮ টি মৌজা, ০৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস। এ উপজেলায় ১৬১৭.১৫ একর মোট খাস জমি, ১২২৯.২৯ একর কৃষি, ৩৮৭.৮৬ একর অকৃষি ও ১২২৯.২৯ একর বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি

কৃষি ও খাদ্য

মীরসরাই উপজেলায় মোট জমির পরিমান ৪৪৫৬৭ হেক্টর যার মধ্যে নীট ফসলী জমি ২৫৫০৫ হেক্টর, মোট ফসলী জমি ২৫৯১১ হেক্টর, এক ফসলী জমি ৭১২৫ হেক্টর, দোফসলী জমি ১৪১৭০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি ৪২১০ হেক্টর। এ উপজেলায় গভীর নলকূপ ৯৯০টি। এ উপজেলায় **ধান**, **সরিষা**, **মটরশুটি**, **আলু**, **বেগুন**, **পটল**, **কচু**, **কলা**, **লাল পেঁয়াজ**, **হলুদ প্রভৃতি শষ্য উৎপাদিত হয়। এ উপজেলায়** প্রধান ফল হল আম, লেবু, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি। মীরসরাই উপজেলায় বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা ৬৭৮৩৬ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মীরসরাই উপজেলায় ১৩,৮০০ টি পুকুর, ১টি সরকারী হ্যাচারী, ১টি বেসরকারী হ্যাচারী রয়েছে। এ উপজেলায় প্রতি বছর মাছের চাহিদা ৯,৩০১ মে.ট. কিন্তু চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলাটি **মৎস্য** চাষের জন্য খুবই উপযোগী হাওয়ায় এ অঞ্চলে প্রতি বছর মৎস্য উৎপাদন এর পরিমান ২০,৭৮২ মে.ট. ফলে প্রতিবছর চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত থাকে ১১,৪৮১ মে. টন। এ উপজেলায় ১ টি উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, ১ জন পশু ডাক্তার, ১ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ২ টি পয়েন্ট, ২৯৫ টি উন্নত মুরগীর খামার, ৩৫টি লেয়ার ৮০০ মুরগীর খামার, ২৬ টি গবাদির পশুর খামার, ২৬২টি ব্রয়লার মুরগীর খামার, ০৫টি ব্রিডার ফার্ম, ০৫টি ব্রিডার ফার্ম, ০৮টি কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে।

নদী

মীরসরাই উপজেলা ফেনী নদী ও মুহুরী নদী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি বহমান নদী হওয়া সত্বেও বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে নদীর কোথাও কোথাও একেবারেই নাব্যতা থাকে না এবং কোথাও কোথাও একেবারেই শুকিয়ে যায়। এ উপজেলায় ২ টি নদী আছে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে ৬৬ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে, বিলে ৩৫ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে ও খালে ২২ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে।

পুকুর

মীরসরাই উপজেলায় পুকুর/ দীঘির সংখ্যা ১৩,৮০০টি (সরকারি বেসরকারিসহ) । এ পুকুরসমূহে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ১৩০৮৩০ কুইন্টাল। এ পুকুর/ দীঘির আয়তন একত্রে ৬৭৯৭.৭০ একর।

খাল

মীরসরাই উপজেলায় মোট খাল ৫০টি খাল রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১০৭৫.২৫ কিঃ মিঃ।

লবণাক্ততা

মীরসরাই উপজেলার ২৩% লবণাক্ততার প্রবনতা রয়েছে।

আর্সেনিক দুষণ

মীরসরাই উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ২৩%। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

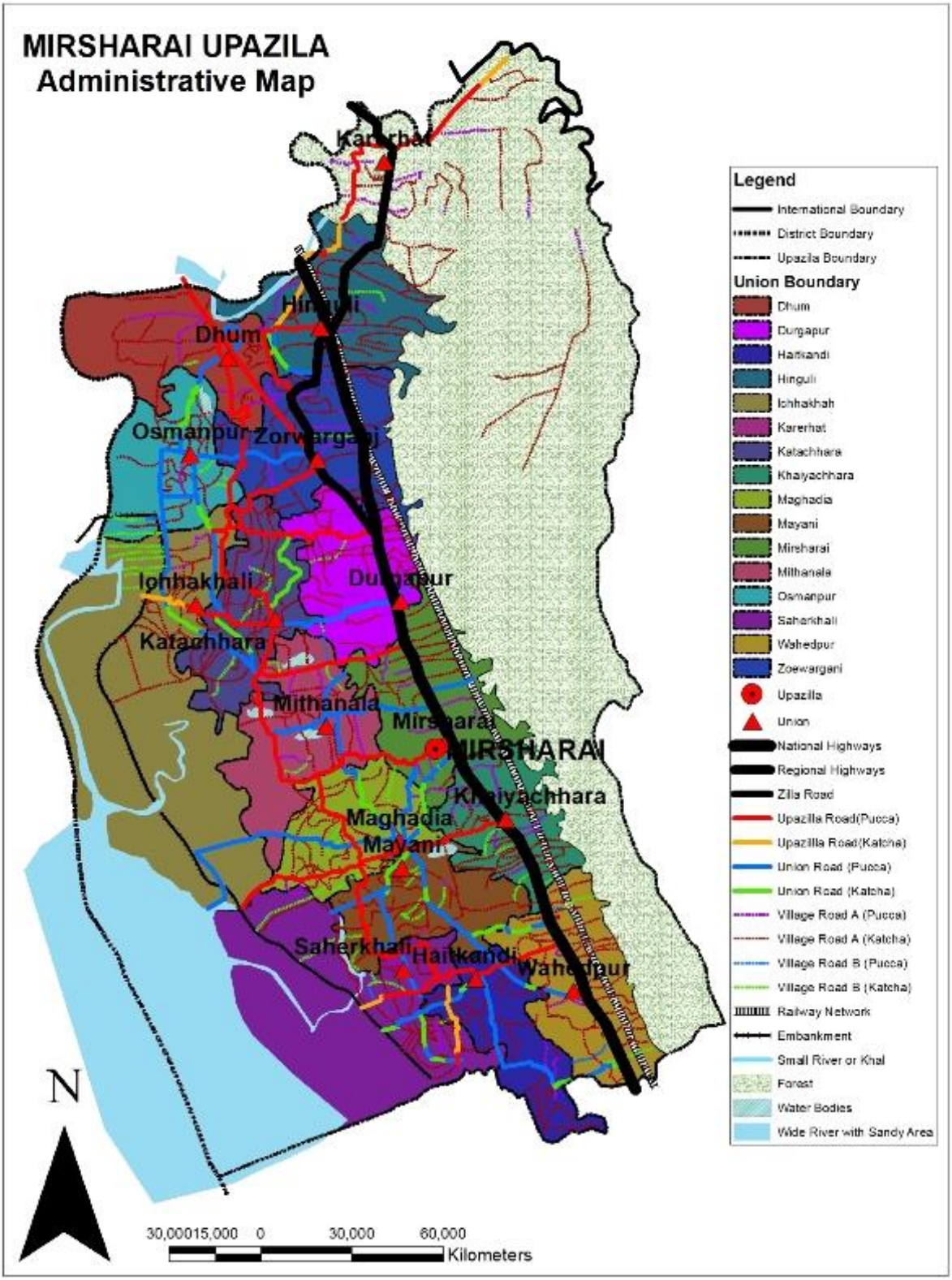
MIRSHARAI UPAZILA
Administrative Map
Karerhat
Hinguli
Dhum
Osmanpur
Zorwargonj
Ichhakhali
Durgapur
Katachhara
Mithanala
Mirsharai
MIRSHARAI
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Saherkhali
Haitkandi
Wahedpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Dhum
Durgapur
Haitkandi
Hinguli
Ichhakhali
Karerhat
Katachhara
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Mirsharai
Mithanala
Osmanpur
Saherkhali
Wahedpur
Zoewargani
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zila Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River with Sandy Area

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

মীরসরাই উপজেলা দুর্যোগ ঝুঁকিসম্পন্ন উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম । প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগের সন্মুখীন হয় এ উপজেলা। সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ওঅস্বাভাবিক জোয়ারসহ বিভিন্ন আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানির চাপে খাল-বিলের মাধ্যমে পানি এসে ফেনী ও মুহুরী নদীর দুকুল ভাসিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর গভীরতা কম যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর কারণে কৃষিজ ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙ্গনের কারণে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে মীরসরাই উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত উপাদানক্ষতি/ গ্রস্থ হয়
সাইক্লোন	১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭	বেশি	কৃষি, মানব সম্পদ, গাছপালা
	১৯৯৫, ২০০৫	মাঝারি	মৎস্য, গবাদিপশু
অতিবৃষ্টি	১৯৭৯, ১৯৮২, ১৯৯২, ২০১০	বেশি	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ
	১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৬	মাঝারি	অবকাঠামো, গাছপালা, গবাদিপশু
পাহাড়ী ঢল	১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ২০১০	বেশি	কৃষি, অবকাঠামো
	১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬	মাঝারি	গবাদিপশু, গাছপালা
ভূমি ধ্বস	১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২	বেশি	কৃষি, গবাদিপশু, মানব সম্পদ
	১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩	মাঝারি	অবকাঠামো, গাছপালা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.২ আপদসমুহ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারনে ঘটতে পারে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। মীরসরাই উপজেলাটির মধ্য দিয়ে ফেনী ও মুহুরী নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভৌগোলিক কারনে অঞ্চলটি পূর্ব থেকেই রুক্ষ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সময়ের সাপেক্ষে তা সহনিয়তা হারাচ্ছে। অনিয়মিত পানি প্রবাহ, প্রবল জোয়ারের পানি, জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি কারনে জনজীবনে নেমে আসছে জন দুর্ভোগ। যে আপদগুলো এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী এবং জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হল:

টেবিল ২.২: আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		**১. সাইক্লোন**
১. সাইক্লোন	১১. ভূমিকম্প	**২. অতিবৃষ্টি**
২. অতিবৃষ্টি	১২. লু-হাওয়া	**৩. পাহাড়ী ঢল**
৩. পাহাড়ী ঢল	১৩. জলাবদ্ধতা	**৪. ভূমি ধ্বস**
৪. ভূমি ধ্বস	১৪. অনাবৃষ্টি	

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
৫. জলোচ্ছাস ৬.অস্বাভাবিকজোয়ার ৭. নদীভাঙ্গন ৮. ঝড় ৯. বন্যা ১০. আর্সেনিক	১৫. টর্নেডো ১৬. শিলাবৃষ্টি ১৭. বজ্রপাত ১৮. ইঁদুরের আক্রমণ ১৯. ফসলে পোকার আক্রমণ	**৫. জলোচ্ছাস** **৬. অস্বাভাবিক জোয়ার**
মানবসৃষ্ট আপদ		
২০. অগ্নিকান্ড ২১. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন	২২. ভূমি দখল ২৩. চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

১. সাইক্লোন

মীরসরাই উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় সাইক্লোন কবলিত একটি এলাকা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ এলাকায় সাইক্লোন আঘাত হানতে পারে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রায় প্রতি বছর সাইক্লোন হলেও ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৫ ও ২০০৫ সালের সাইক্লোন ছিল ভয়াবহ।

২. অতিবৃষ্টি

মীরসরাই উপজেলায় লোকেদের মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মীরসরাই উপজেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবন মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে অতি মাত্রায় বৃষ্টিপাত চোখে পড়ে। আগের চেয়ে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমান অনেক বেড়ে গেছে এবং আবহাওয়ার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

৩. পাহাড়ী ঢল

মীরসরাই উপজেলার লোকদের নিত্য সঙ্গী হলো পাহাড়ী ঢল। পাহাড়ী ঢল দিনদিন বেড়েই চলেছে। কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এরুপ ভয়াবহ পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হচ্ছে। উপজেলাবাসী জানায় এভাবে চলতে থাকলে আরও বেশী কিছু এলাকা বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলবে।

৪. ভূমি ধ্বস

মীরসরাই উপজেলায় প্রতি বছর ভূমি ধ্বসের শত শত বিঘা কৃষি জমি, বাগান এমনকি বসত ভিটা পর্যন্ত বিলিন হয়ে যাচ্ছে। এ ভাবে ভূমি ধ্বস চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ উপজেলার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে। ফলে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

৫. জলোচ্ছাস

জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে মীরসরাইর ফেনী ও মুহুরী নদীতে জলোচ্ছাসের প্রবনতা অনেক বেড়ে গেছে। এই অতি মাত্রায় জলোচ্ছাসে মীরসরাইয়ের বিভিন্ন এলাকা পানিতে প্লাবিত থাকে ফলে কৃষি কাজ ও বসবাসের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৬. অস্বাভাবিক জোয়ার

জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে ফেনী ও মুহুরী নদীতে জোয়ারের অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে নদীতে পানির এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নদীতে জোয়ারের পানির অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে সৃষ্টি হয় নদীভাঙ্গনের ফলে মানুষের দূর্ভোগের শেষ থাকে না।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

কোন জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের (ব্যক্তি বা পরিবার) কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত বা সম্ভবনা এবং ঐ আপদ সংগঠনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা। উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন করে মীরসরাই উপজেলার সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ারসহ প্রভৃতি আপদগুলোর প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। এছাড়াও প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামোগুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। আপদ নিরুপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের আশঙ্কা, কোন নির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটতে পারে, এর তীব্রতা কতটুকু হতে পারে, এর দ্বারা কতখানি অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী আপদ চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। **কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল**:-

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
সাইক্লোন	-দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা হওয়ায় সাইক্লোন ক্ষতি হয় -বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় সাইক্লোন গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বসত-বাড়ী নষ্ট করে দেয়। -দুর্বল স্যানিটেশন (কাঁচা) থাকার ফলে সাইক্লোন তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পশু-পাখির ঘূর্ণীঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকায় সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় সাইক্লোনে জীবন নাশ হয়। -কিল্লা না থাকায় সাইক্লোনের সময় পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সাইক্লোন নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	-মীরসরাই উপজেলা ১৩০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে। -ঘর-বাড়ী গুলো ঘূর্ণীঝড় সহনশীল হওয়ার সুযোগ আছে। -বসত বাড়ীর চারপাশে সাইক্লোনর প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -নদী বেষ্টিত বাঁধ গুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ আছে এবং বাধের ও রাস্তার দু-পাশে গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -স্যানিটেশন মজবুত করার সুযোগ আছে। -আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মানের জন্য খাস জমি আছে। -পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মান করার সুযোগ আছে। -মীরসরাই উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
অতিবৃষ্টি	-জলবায়ুর পরিবর্তন	-জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। -সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান
পাহাড়ী ঢল	-জলবায়ুর পরিবর্তন -	-জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। -সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ভূমি ধ্বস	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অবৈধভাবে পাহাড় কাটা	-জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। - চুরি করে বা অবৈধভাবে পাহাড় কাটা থেকে বিরত থাকা। -সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান
জলোচ্ছ্বাস	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অতিরিক্ত বরফ গলা -সমুদ্র পৃষ্ঠ উচু হাওয়া	-সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান
অস্বাভাবিক জোয়ার	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অতিরিক্ত বরফ গলা	-জলবায়ুর পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশী বেশী গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

মীরসরাই উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে প্রায় প্রতি বছর সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও জলোচ্ছাসের মত ভয়াবহ দুর্যোগের সমুখীন হতে হয়। ফলে বিপদাপন্ন হয় এ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠী, প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার পাহাড় থেকে নেমে আসা আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি, গাছপালা, মৎস্য, প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনোবা জলোচ্ছাসে গৃহহারা হয় ফেনী ও মুহরী নদীর তীরবর্তী মানুষ। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা, বিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নোক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৪: আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা, কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
সাইক্লোন	ধুম, ওসমানপুর, সাহেরখালী, হাইতকান্দি, ওয়াহেদপুর ও মীরসরাই ইউনিয়নের পশ্চিম পাশ দিয়ে সাইক্লোনের প্রবনতা বেশী।	উপজেলার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।	৮০৩৬৭ জন (আনুমানিক)
অতিবৃষ্টি	হাইতকান্দি, ধুম, ওসমানপুর, জোরারগঞ্জ, মিঠানালা, মীরসরাই, মঘাদিয়া, মায়ানী, সাহেরখালী ও ওয়াহেদপুর ইউনিয়নে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বেশী।	উপজেলার কৃষি, মৎস্য, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।	১১২৩৬৪ জন (আনুমানিক)
পাহাড়ী ঢল	জোরারগঞ্জ, মিঠানালা ও মীরসরাই ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলের প্রবনতা বেশী।	উপজেলার কৃষি, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।	৪৮৪৬৫ জন (আনুমানিক)
ভূমি ধ্বস	ওসমানপুর, ইছাখালী ও কাটাছড়া ইউনিয়নে ভূমি ধ্বসের প্রবনতা বেশী।	প্রায় প্রতি বছর এই এলাকা গুলোতে ভূমি ধ্বসের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানব সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	১২০৪৭৭ জন (আনুমানিক)

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
জলোচ্ছ্বাস	ওসমানপুর, মিঠানালা, মীরসরাই, সাহেরখালী, হাইতকান্দি ও ওয়াহেদপুর ইউনিয়নে জলোচ্ছ্বাসের প্রবনতা বেশী।	জলোচ্ছ্বাসের কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হচ্ছে। ফলে কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	৬৭৫৩২ জন (আনুমানিক)
অস্বাভাবিক জোয়ার	মিঠানালা, মায়ানী, সাহেরখালী ও হাইতকান্দি ইউনিয়নে অস্বাভাবিক জোয়ারে ক্ষতির প্রবনতা দেখা যায়।	মীরসরাইর মধ্যে এই এলাকাগুলোতে অস্বাভাবিক জোয়ারের পানি সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে।	৫৯৬৭৪ জন (আনুমানিক)

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

মীরসরাই উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	মীরসরাই উপজেলাতে মোট ১৬৪৫৪ হেক্টর জমিতে ১০৫০০৯ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। মোট চাহিদা পূরণ করে ৬৩১৮১ মেট্রিক টন ফসল উদ্বৃত থাকে যা মীরসরাই উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই মীরসরাই উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	মীরসরাই উপজেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ার হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য মীরসরাই উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে মীরসরাই উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	মীরসরাই উপজেলাতে পুকুর, খাল, নদী ও জলাভূমি মিলে মোট ১০২০ হেক্টর জমিতে মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। যা থেকে উপজেলার মানুষ জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই মীরসরাই উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে মীরসরাই উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গো-খাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ৪৩টি গবাদিপশুর খামার, ৩৩টি ব্রয়লার মুরগীর খামার, ৭৪৯টি সোনালী মুরগীর খামার, ১২টি হাঁসের খামার এবং ১০টি গরু মোটাতাজাকরণ খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে। এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	মীরসরাই উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫টি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২৬ টি সরকারী ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো মীরসরাই উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে মীরসরাই উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থাসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	মীরসরাই উপজেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। এবং ১৫% মানুষ ব্যবসায়ী (আম ব্যবসায়ী ৫%, গুড় ব্যবসায়ী ৩%, কাঁচামাল ব্যবসায়ী ২%, মুদি ব্যবসায়ী ২%, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী ২%, বাঁশশিল্পের কর্মী ও কামার ১%)। এছাড়া চাকুরিজীবী রয়েছে ১০%। মীরসরাই উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে মীরসরাই উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা অনেক উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ার ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	মীরসরাই উপজেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। মীরসরাই উপজেলায় সরকারিভাবে ৮০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা মীরসরাই উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	মীরসরাই উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ার ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই মীরসরাই উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত “প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান” যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো	মীরসরাই উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ১৫ কিঃ মিঃ বাঁধ, ৫১০ টি ব্রীজ/ কালভার্ট, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট ৩৯৬.৭৫ কিমি রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ২৯০ টি গভীর নলকূপসহ মোট ২৭১৯ টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া ৩৭ টি হাটবাজার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো মীরসরাই উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	মীরসরাই উপজেলায় সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ার হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ ফেনী ও মুহুরী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

মীরসরাই উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মীরসরাই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং মীরসরাই উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় মীরসরাই উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র

মীরসরাই উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনসাধারনের সাথে বসে মীরসরাই উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে মীরসরাই উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। মীরসরাই উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা, ভূমির ব্যবহার, নদীর গতিপথ প্রভৃতি বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থাও দেখানো হয়েছে।

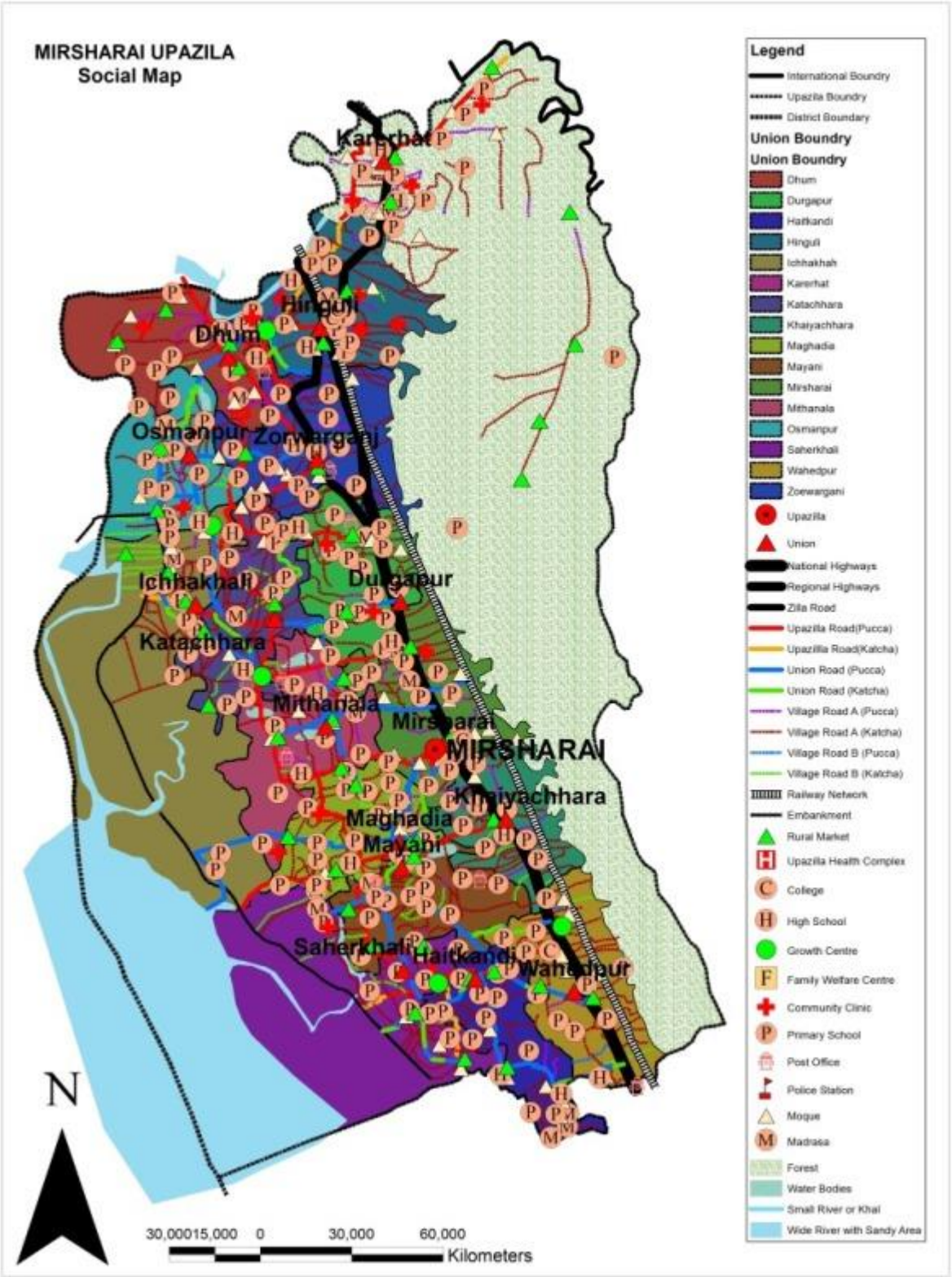

MIRSHARAI UPAZILA
Social Map
Karerhat
Hinguli
Dhum
Osmanpur
Zorwarganj
Ichhakhali
Durgapur
Katachhara
Mithanala
Mirsharai
MIRSHARAI
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Saherkhali
Haitkandi
Wahedpur
N
30,000
15,000
0
30,000
60,000
Kilometers
Legend
International Boundry
Upazila Boundry
District Boundary
Union Boundry
Union Boundry
Dhum
Durgapur
Haitkandi
Hinguli
Ichhakhali
Karerhat
Katachhara
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Mirsharai
Mithanala
Osmanpur
Saherkhali
Wahedpur
Zorwarganj
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Rural Market
Upazila Health Complex
College
High School
Growth Centre
Family Welfare Centre
Community Clinic
Primary School
Post Office
Police Station
Moque
Madrasa
Forest
Water Bodies
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area

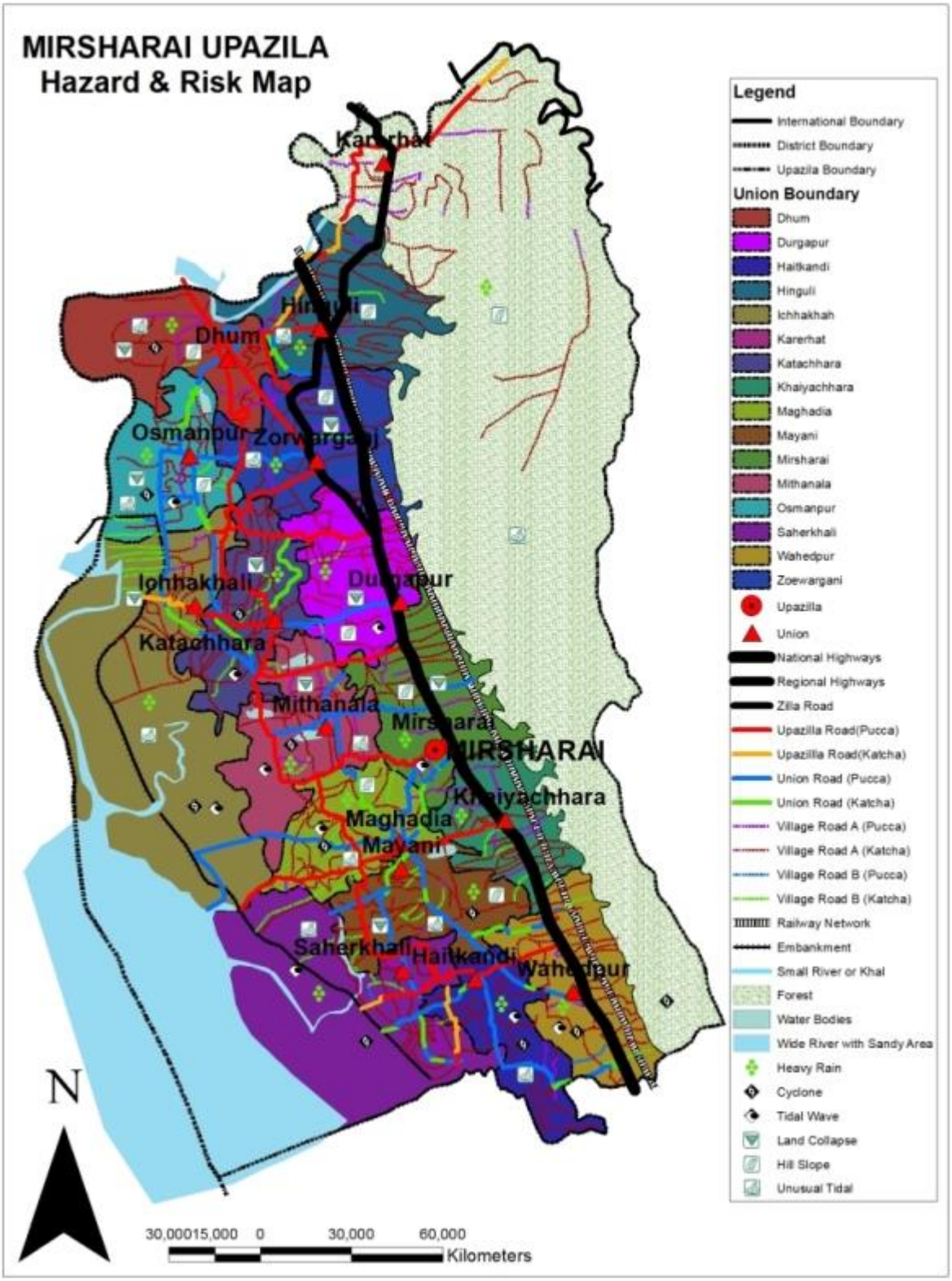

MIRSHARAI UPAZILA
Hazard & Risk Map
Karerhat
Hinguli
Dhum
Osmanpur
Zorwarganj
Ichhakhali
Durgapur
Katachhara
Mithanala
Mirsharai
MIRSHARAI
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Saherkhali
Haitkandi
Wahedpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Dhum
Durgapur
Haitkandi
Hinguli
Ichhakhah
Karerhat
Katachhara
Khaiyachhara
Maghadia
Mayani
Mirsharai
Mithanala
Osmanpur
Saherkhali
Wahedpur
Zoewarganj
Upazilla
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River with Sandy Area
Heavy Rain
Cyclone
Tidal Wave
Land Collapse
Hill Slope
Unusual Tidal

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

মীরসরাই উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ, জৈষ্ঠ মাসে প্রখড় রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, অধিকাংশ টিউবয়েলে পানি থাকে না। এছাড়া মীরসরাই উপজেলার ভেতর দিয়ে ১ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা পাহাড়ী ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি

আপদসমূহ	মৌসুম												
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
খরা													
বন্যা													
পানির স্তর													
নদীভাঙন													
শৈতপ্রবাহ													
ঘনকুয়াশা													
অনাবৃষ্টি													
ঝড়													

মাত্রারি	বেশি	কম

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও এ উপজেলাটি উপকূলীয় অঞ্চলে হওয়ায় মৎস্যজীবী ও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমুজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম												
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
কৃষক													
কৃষি শ্রমিক													
অকৃষি শ্রমিক													
মৎস্য চাষি													
মৎস্যজীবি													
আম চাষি													
মাঝি													
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে												
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে												
নসিমন/ ভ্যান চালক													
কুটির শিল্পের কাজ													
কাঠ মিস্ত্রির কাজ													
রাজ মিস্ত্রির কাজ													

বেশি	কম	মাঝারি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ/ দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি, মৎস্যজীবী, দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮: জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগসমূহ							
		জলচ্ছাস	পহাড়ী ঢল	অতিবৃষ্টি	নদীভাঙন	সাইক্লোন	ঘনকুয়াশা	অনাবৃষ্টি	কালবৈশাখী ঝড়
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
০৩	দিনমজুর	☑	☑		☑	☑	☑	☑	
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑			☑	☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

মীরসরাই উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ হল ফসল, গাছপালা, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র। উপরে আলোচিত আপদসমূহের কারনে খাতগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদসমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণ যোগ্য ঝুঁকিসমূহের উপর ভোটা ভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিরক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেক হোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। মান্দা উপজেলার বিপদাপন্ন খাতগুলি চিহ্নিতকরে নিম্ন টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
সাইক্লোন	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
পাহাড়ী ঢল	☑	☑	☑	☑					☑	
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑	☑	☑
অতিবৃষ্টি	☑	☑	☑	☑			☑		☑	
শৈত্যপ্রবাহ	☑	☑	☑	☑					☑	
ঘনকুয়াশা	☑		☑	☑					☑	
পানির স্তর	☑	☑	☑	☑					☑	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং

বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ট তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৪৭৪৬ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। ৫টি ইউনিয়নে জলোচ্ছাসের কারণে আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৬৮৩ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড জলোচ্ছাস হলে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ৪৩৯৯৬ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। মীরসরাই উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ জলোচ্ছাসের আক্রমণে ৩৯০৬৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি পরিবারের ১৭৫৯৮৪ জন মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণে ৫৯৭৮ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে মীরসরাই উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। পাহাড়ী ঢলের কারণে ২৫৮৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড জলোচ্ছাসের কারণে ৩৮২৭ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে ১৫৪৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ২০০৩ সালের মত সাইক্লোন হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। অস্বাভাবিক জোয়ারের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত সাইক্লোন হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের সাইক্লোনের সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ার ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে মীরসরাই উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে মীরসরাই উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ৫টি ইউনিয়ন সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস ও অস্বাভাবিক জোয়ারের ফলে ১২৩৪৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ৩৩৬৮৩ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এছাড়া কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত জলোচ্ছাস হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। সাইক্লোনের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২০৮০৬ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২৭৭.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৫টি ইউনিয়ন অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৩০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি

খাতসমূহ	বর্ননা
	পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৩৩৬৮৪টি পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

টেবিল ৩.১: ঝুঁকির কারণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি চাষী পরিবারের ২০১৩৪২ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা না থাকা	১. গভীর নলকুপের স্বল্পতা ২. বৃক্ষনিধন ও পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা ৩. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া	১. প্রয়োজনীয় খালসংস্কার না করা ২. ফেনী নদী ও মুহুরী নদী ভরাট হওয়া
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ৫৯৭৮ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে৪৩৯৯৬টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনার অভাব	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১. বড় বড় বৃক্ষনিধন করা এবং বৃক্ষ রোপণের কোন সরকারী নীতিমালা পালন না করা
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে৪৩৯৯৬টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়া ২. উজানের ঢল নামা	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ২. প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকা	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
মীরসরাই উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ১২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
মীরসরাই উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে ৪০০টি আমবাগানের আমগাছের মুকুল	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১. কৃষি প্রশিক্ষণের অভাব ২. সময়পোযোগী কীটনাশক	১.সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাই-নাশকের সরবরাহ না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
এবং ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	২. জনসচেতনতার অভাব	ব্যবহার সর্ম্পকে সচেতন না থাকা	২.জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতন না করা
মীরসরাই উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১.উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহিত বাতাস	১. জলবায়ু পরিববর্তন ২.শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. গাছপালা নিধন করা ২. পরিবেশ দূষণ করা
মীরসরাই উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ১৩৯৫টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩৮২৭টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ৪৩০০ মেঃটন উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকা	১. পুকুরের কম গভীরতা	১.জাতীয় পর্যায়ে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া
মীরসরাই উপজেলায় বন্যার কারণে ৩৮% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৪৯৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	১. উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপ	১. নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা ২. অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
মীরসরাই উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৪,০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হওয়া	১.নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	১. নদীর পাড় মজবুত না করা
মীরসরাই উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ৮৬০০টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৫৪০০১টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আবহাওয়ার পরিববর্তন ২. শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. বড় বড় বৃক্ষনিধনের কারণে	১. বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অভাব

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
মীরসরাই উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৪০০১টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পর্যাপ্ত পানির অভাব	১. পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ না করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপ সংস্কার না করা ২. গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা না থাকা
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৪০০১টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনতার অভাব	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বল্পতা	১.স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৬১৮৫ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১. সর্তকতামূলক ব্যবস্থা না থাকা ২. বড় বড় গাছপালা নিধন	১. বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা
মীরসরাই উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ৮৬০০টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৫৪০০১টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. সচেতনতার ব্যবস্থা না থাকা	১. গবাদিপশুর চিকিৎসার অভাব	১. গবাদিপশুর চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

মীরসরাই উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায় খুঁজে বের করা যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি চাষী পরিবারের ২০১৩৪২ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে	১. সেচের ব্যবস্থা করা	১. পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা ২. বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত	১. খাল সংস্কার করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
পারে		বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা	২. বারনই নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ কাল- বৈশাখীর আক্রমণে ৫৯৭৮ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬ টি পরিবারের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া	১. বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬ টি পরিবারের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. বাঁধ তদারকি করা	১. নদী ড্রেজিং করা ২. নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া
মীরসরাই উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ১২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা ৩. বাজেট বরাদ্দ করা
মীরসরাই উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে ৪০০টি আম বাগানের আমগাছের মুকুল এবং ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আগাম বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	১. সময়োপযোগী বালাইনাশক ব্যবহার করা ২. কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	১. সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাইনাশক সরবরাহের ব্যবস্থা করা ২. জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতনের ব্যবস্থা করা
মীরসরাই উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১. শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেখা দিলে ফসল রক্ষণা বেক্ষণের ব্যবস্থা করা	১. জনগণকে শৈত্যপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন করা	১. বন বিভাগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে
মীরসরাই উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ১৩৯৫ টি ঘরবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন	১. টিন,বাঁশ, এবং বালির	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩৮২৭টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ৪৩০০ মেঃটন উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা করা	১. পুকুরের নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য চাষীদেরকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা	১. জাতীয় পর্যায় থেকে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া
মীরসরাই উপজেলায় বন্যার কারণে ৩৮% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৪৯৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৬১৮৫ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১. নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
মীরসরাই উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১. গবাদীপশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া	১. গবাদিপশু পালনকারীদের শৈত্যপ্রবাহ সম্মন্ধে সচেতন করা	১. সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা
মীরসরাই উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৪০০১টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. চলমান গভীর নলকূপ গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অভাব নিরসন করা	১. স্থানীয় কৃষি বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপগুলো সংস্কর করা ও নতুন গভীর নলকূপ তৈরির ব্যবস্থা করা
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩৮২৭ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ৪৩০০ মেঃটন উৎপাদন ব্যহত হয়ে	১. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	১. স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সঠিক

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে			নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা।
মীরসরাই উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৬১৮৫ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	১. আবহাওয়া বার্তা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌঁছানো	১. সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. গবাদীপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ
মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩৮২৭টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ৪৩০০ মেঃটন উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা	১. গবাদিপশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

মীরসরাই উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	সিসিডিবি	সংস্থা কর্তৃক শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষ রোপন এবং আর্সেনিক পরীক্ষা করাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতা- মূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে	৩৩০০-৩৫০০	৪০০০-৫০০০ টাকা
০২	কেয়ার	“সূর্যের হাসি ক্লিনিক” এর মাধ্যমে সমগ্র ধামইরহাট উপজেলায় নিয়মিত মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সহায়তা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর কাজ করে থাকে	৩২০০-৪০০০	--
০৩	প্রশিকা	ঋণপ্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র্য কৃষি ও মৎস্য চাষীদেরকে সহায়তা করে থাকে	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০৪	আশা	ঋণদান বৃক্ষ রোপন, চাকিৎসা সেবা, শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করে থাকে	২৮০০-৩০০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা
০৫	ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS)	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	২৫০০-২৭০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা
০৬	উজ্জীবন	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা
০৭	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, স্যানিটেশন, ছাগল পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	২৪০০-২৬০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা
০৮	আশ্রয়	স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুককে না বলা	১৬০০-১৮০০	৫০০০-৬০০০ টাকা
০৯	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	৩০০০-৩২০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা
১০	ওয়ার্ল্ড ভিশন	সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	১৮০০-২০০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা
১১	পল্লী শ্রী	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২৬০০-২৮০০	৩০০০-৪০০০ টাকা

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূবর্ প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
১	নদী ড্রেজিং করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	সকল ইউনিয়নে	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				
২	নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণ করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	সকল ইউনিয়নে	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা।	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট	৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	বছরের যে কোন সময়	৬০	১	১০	৩০	
৪	কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক সর্বমোট ৬৫টি প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
৫	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
৬	দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথে জনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
৭	পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা(সরকারী পুকুরসহ)।	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	
৮	প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ।	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৯	সরকারী নীতিমালার	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ সদস্য	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন	৩৫	৫	২৫	৩৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
	মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।	বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ			মাস পর্যন্ত।					

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে		বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
							উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
১	জানমাল নিরাপদ স্থানে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
২	মা, শিশু, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধদের তাৎক্ষণিক নিরাপদে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
৩	তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৯	১	২০	৪০	
৪	শুকনা খাবার ও নিরাপদ পানি বিতরন	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত রাখা	১০-১২ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	৩০	১	২৯	৩০	
৫	ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	২০	১	১৯	৬০	
৬	নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ এলাকায়	কবলিত	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫	৫	৩০	৪০	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন.জি.ও. %	
১	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, রোগ বালাই কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	
২	রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্খালার উন্নতি ঘটবে	২৫-৩০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	**১৯**	**০১**	**৭০**	**১০**	
৪	সেচ পাম্পের ব্যবস্থা	জলবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	৬-৭ লক্ষ টাকা	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৫	আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০-৮০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
৬	ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮-১০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	সরকারী %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
১	বাঁধ তৈরি করা	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত।	৩৫	১৫	২৫	২৫	
২	আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত।	৪৫	১০	১০	৩৫	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত।	৪০	১০	১০	৪০	
৪	বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত রাখা	১০-১২ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত।	২০	১০	৫০	২০	
৫	ঘড়-বাড়ী মজবুত করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত।	১৫	৩০	১০	৪৫	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	১২ মাস	১৯	২০	২০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যেকোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোনো সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্নয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ নুরুল আমিন	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫
৪	নাজনিন ফেরদৌস মজুমদার	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৬৭২-০০৭৩০৭
৫	মিহির কান্তি দত্ত	সমবায় অফিসার	০১৭১৪-৫৯৫৬৮৯
৬	মোঃ শাহ আলম	কৃষি অফিসার	০১৯৭১-৮৪৮১২৬

(তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিষদ, মীরসরাই,চট্টগ্রাম)

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই জেলাউপজেলা কার্যালয়/ কর্তৃক জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩জন সেচ্ছা ৪/সেবক ও পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলাজন করে মোট ৩তি দলে কমপক্ষে উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কণ্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্র/ ৩টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (ঘণ্টা ২৪)কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষাকরবেন।
- কণ্ট্রোল রুমে একটি কণ্ট্রোলরুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেনদায়িত্ব , কালীন সময়েকি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি জেলা ম্যাপ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান ,খাল ,গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা বিভিন্ন , বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কণ্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও ,টি বড় টর্চ লাইট৫ ,চার্জার লাইট ,হ্যাজাক ,গাম বুট ,লাইফ জ্যাকেট , রেইন কোর্ট কণ্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য। ,রীব্যাটা

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	সেচ্ছাসেবকদল প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২	সতর্ক বার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩	নৌকা গাড়ি ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
৬	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭	গবাদি পশু চিকিৎসা/ টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা

- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	---	ধুম, দূর্গাপুর, হাইতকান্দি, হিঞ্জুলি, ইছাখালী, করেরহাট, কাটাছরা, খৈয়াছরা, মায়ানী, মীরসরাই, মিঠানালা, মঘাদিয়া, ওসমানপুর, সাহেরখালি, ওয়াহেদপুর, জোরারগঞ্জ	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
উঁচু রাস্তা	---	ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর, সাহেরখালী	২৫ থেকে ৩০ হাজার	
বাঁধ	---	ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর, সাহেরখালী	২৫ থেকে ৩০ হাজার	
মাটির কেল্লা				
স্কুলকাম শেল্টার	মাহাজনহাট স: প্রা: বি:	ধুম	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	গোলকেরহাট পি.এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ধুম	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	উত্তর মোবারকগঞ্জ স: প্রা: বি:	ধুম	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	দূর্গাপুর এন.সি. স: প্রা: বি:	দূর্গাপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	হাজীশ্বরী স: প্রা: বি:	দূর্গাপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	উত্তর বলিয়াদি স: প্রা:		৫০০ থেকে ১০০০	

	বি: কাম শেল্টার		জন	
	দক্ষিণ বলিয়াদি স: প্রা: বি: কাম শেল্টার	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম হাইতকান্দি স: প্রা: বি:	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১৪নং হাইতকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কেরাম আলী কোষ্টাল শেল্টার	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কুরুয়া স:প্রা:বি.	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১৪৪নং মহালঙ্কা শহীদ মেমোরিয়াল স:প্রা:বি:	হাইতকান্দি	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	তারাকাটি স:প্রা:বি:	হিঙ্গুঁলী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পূর্ব আজমনগর দৌলত বিবি স:প্রা:বি:	হিঙ্গুঁলী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১১নং আজমপুর স:প্রা:বি:	হিঙ্গুঁলী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	গনকসারা স:প্রা:বি:	হিঙ্গুঁলী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	খিল হিঙ্গুঁলী স:প্রা:বি:	হিঙ্গুঁলী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	টাকেরহাট সাইক্লোন শেল্টার	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম ইছাখালী সাইক্লোন শেল্টার	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	দক্ষিণ ইছাখালী সাইক্লোন শেল্টার	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম ইছাখালী শাখারিয়া স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ডা. মোস্তোফা স্বপ্ন একাডেমী	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ঝুলন পলি স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	সুফিয়া স:প্রা:বি	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	চরশরৎ এনএম স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	চরশরৎ স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	অলিখান স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০	

			জন	
	শহিদুল হক উচ্চ বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	সাহেবদিয়া নগর স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৪৪নং আবুরহাট স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মাদবেরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ইছাখালী স:প্রা:বি:	ইছাখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ছাত্তারুয়া স:প্রা:বি:	করেরহাট	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কয়লা শহীদ জাকির হোসাইন স:প্রা;বি:	করেরহাট	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	বামন সুন্দর স:প্রা:বি:	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৫৪নং পশ্চিম বড়ইখালী	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	আহমেদ আলীর হাট স:প্রা:বি:	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৬০নং পূর্ব তাতাইয়া স:প্রা:বি:	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কাটাছরা আব্দুল সাত্তার মিয়ার হাট স:প্রা:বি:	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	তেমোহনী স:প্রা:বি:	কাটাছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মাঝিদিয়া ভূয়ানপাড়া স:প্রা:বি:	খৈয়াছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	উত্তর আবাড়িয়া স:প্রা:বি:	খৈয়াছরা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	এস.এম হাজীপাড়া স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	শাহ্ আব্দুল মজিদ স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম মায়ানী স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম মায়ানী মডেল উচ্চ বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মধ্যমায়ানী স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম মায়ানী আদর্শ	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০	

	উচ্চ বি:		জন	
	পূর্ব মায়ানী শহীদ আবুল কালাম স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১১২নং পূর্ব মায়ানী সোলাইমান স:প্রা:বি:	মায়ানী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৭১নং কাসমত জাফরাবাদ স:প্রা:বি:	মীরসরাই	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৭৭নং মধ্যো মেঘাদিয়া কবির মেমোরিয়াল স:প্রা:বি:	মীরসরাই	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৮২নং মিঠানলা সুফিয়া স:প্রা:বি:	মিঠানালা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কালামিয়া স:প্রা:বি:	মিঠানালা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মিঠানলা কোষ্টাল সাইক্লোন শেল্টার	মিঠানালা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মালিয়াইস স:প্রা:বি:	মিঠানালা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৮৫নং রহমাতাবাদ স:প্রা:বি:	মিঠানালা	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	আবু তরাব এসএম স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মঘাদিয়া শিশু সদন নুরুল আবসের উচ্চ বিদ্যালয়	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	তিনঘোরিয়া তলা আবু তাহের স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৯৪নং হাসিম নগর স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	আবুতোরাব স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	কাজির তালুক স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	মঘাদিয়া এনসি স:প্রা:বি:	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	বথিলাপাড়া সাইক্লোন শেল্টার	মঘাদিয়া	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম বাঁশখালী সাইক্লোন শেল্টার	ওসমানপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	৩৭নং বাঁশখালী স:প্রা:বি:	ওসমানপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ওসমানপুর উচ্চ	ওসমানপুর	৫০০ থেকে ১০০০	

	বিদ্যালয়		জন	
	ডোমখালী স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১৪নং ডোমখালী স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	শাহেরখালী মাল্টিপারপস	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	ভূয়ারহাট স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	শাহেরখালী উচ্চ বিদ্যালয়	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	পশ্চিম শাহেরখালী স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	জামালসফি স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	গজারিয়া স:প্রা:বি:	সাহেরখালী	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	জাফরাবাদ স:প্রা:বি:	ওয়াহেদপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	জাফরাবাদ স্কুল কাম শেল্টার	ওয়াহেদপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১৩২নং খাজুরিয়া স:প্রা:বি:	ওয়াহেদপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	উত্তর ওয়াহেদপুর স:প্রা:বি:	ওয়াহেদপুর	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	১৮নং পশ্চিম পরাগালপুর স:প্রা:বি:	জোরারগঞ্জ	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	তাজপুর অলি আহমেদ স:প্রা:বি:	জোরারগঞ্জ	৫০০ থেকে ১০০০ জন	
	দক্ষিণ সোনাপাহাড় স:প্রা:বি:	জোরারগঞ্জ	৫০০ থেকে ১০০০ জন	

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং, ২০১৪

প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো যেমন- কবে তৈরী হয়েছে, শেষ কবে মেরামত হয়েছে, কয়তলা ভবন, বর্তমান ব্যবহার, কয়টি টিউবওয়েল, কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা, আশ্রয়কেন্দ্রের সেচ্ছাসেবকদের যন্ত্রপাতির তালিকা ও বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের/ নিরাপদ স্থানসমূহের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	ধুম, দূর্গাপুর, হাইতকান্দি, হিঞ্জুলি, ইছাখালী, করেরহাট, কাটাছরা, খৈয়াছরা, মায়ানী, মীরসরাই, মিঠানালা, মঘাদিয়া, ওসমানপুর, সাহেরখালি, ওয়াহেদপুর, জোরারগঞ্জ	---	---	---
উঁচু রাস্তা	ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর, সাহেরখালী	---	---	---
বাঁধ	ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর, সাহেরখালী	---	---	---
মাটির কেল্লা	---	---	---	---
স্কুলকাম শেল্টার	মাহাজনহাট স: প্রা: বি:	---	---	---
	গোলকেরহাট পি.এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	---	---	---
	উত্তর মোবারকগঞ্জ স: প্রা: বি:	---	---	---
	দূর্গাপুর এন.সি. স: প্রা: বি:	---	---	---
	হাজীশ্বরী স: প্রা: বি:	---	---	---
	উত্তর বলিয়াদি স: প্রা: বি: কাম শেল্টার	---	---	---
	দক্ষিণ বলিয়াদি স: প্রা: বি: কাম শেল্টার	---	---	---
	পশ্চিম হাইতকান্দি স: প্রা: বি:	---	---	---
	১৪নং হাইতকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ	---	---	---
	কেরাম আলী কোষ্টাল শেল্টার	---	---	---
	কুরুয়া স:প্রা:বি.	---	---	---
	১৪৪নং মহালঙ্কা শহীদ মেমোরিয়াল স:প্রা:বি:	---	---	---
	তারাকাটি স:প্রা:বি:	---	---	---
	পূর্ব আজমনগর দৌলত বিবি স:প্রা:বি:	---	---	---
	১১নং আজমপুর স:প্রা:বি:	---	---	---
	গনকসারা স:প্রা:বি:	---	---	---
	খিল হিঞ্জুলী স:প্রা:বি:	---	---	---
	টাকেরহাট সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	পশ্চিম ইছাখালী সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	দক্ষিণ ইছাখালী সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	পশ্চিম ইছাখালী শাখারিয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	ডা. মোস্তোফা স্বপ্ন একাডেমী	---	---	---
	ঝুলন পলি স:প্রা:বি:	---	---	---
	সুফিয়া স:প্রা:বি	---	---	---

	চরশরৎ এনএম স:প্রা:বি:	---	---	---
	চরশরৎ স:প্রা:বি:	---	---	---
	অলিখান স:প্রা:বি:	---	---	---
	শহিদুল হক উচ্চ বি:	---	---	---
	সাহেবদিয়া নগর স:প্রা:বি:	---	---	---
	৪৪নং আবুরহাট স:প্রা:বি:	---	---	---
	মাদবেরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	---	---	---
	ইছাখালী স:প্রা:বি:	---	---	---
	ছাত্তারুয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	কয়লা শহীদ জাকির হোসাইন স:প্রা;বি:	---	---	---
	বামন সুন্দর স:প্রা:বি:	---	---	---
	৫৪নং পশ্চিম বড়ইখালী	---	---	---
	আহমেদ আলীর হাট স:প্রা:বি:	---	---	---
	৬০নং পূর্ব তাতাইয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	কাটাছরা আব্দুল সাত্তার মিয়ার হাট স:প্রা:বি:	---	---	---
	তেমোহনী স:প্রা:বি:	---	---	---
	মাঝিদিয়া ভূয়ানপাড়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	উত্তর আবাড়িয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	এস.এম হাজীপাড়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	শাহ্ আব্দুল মজিদ স:প্রা:বি:	---	---	---
	পশ্চিম মায়ানী স:প্রা:বি:	---	---	---
	পশ্চিম মায়ানী মডেল উচ্চ বি:	---	---	---
	মধ্যমায়ানী স:প্রা:বি:	---	---	---
	পশ্চিম মায়ানী আদর্শ উচ্চ বি:	---	---	---
	পূর্ব মায়ানী শহীদ আবুল কালাম স:প্রা:বি:	---	---	---
	১১২নং পূর্ব মায়ানী সোলাইমান স:প্রা:বি:	---	---	---
	৭১নং কাসমত জাফরাবাদ স:প্রা:বি:	---	---	---
	৭৭নং মধ্যো মেঘাদিয়া কবির মেমোরিয়াল স:প্রা:বি:	---	---	---
	৮২নং মিঠানলা সুফিয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	কালামিয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	মিঠানলা কোষ্টাল সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	মালিয়াইস স:প্রা:বি:	---	---	---
	৮৫নং রহমাতাবাদ স:প্রা:বি:	---	---	---
	আবু তোরাব এসএম স:প্রা:বি:	---	---	---
	মঘাদিয়া শিশু সদন নুরুল আবসের উচ্চ বিদ্যালয়	---	---	---
	তিনঘোরিয়া তলা আবু তাহের স:প্রা:বি:	---	---	---
	৯৪নং হাসিম নগর স:প্রা:বি:	---	---	---
	আবুতোরাব স:প্রা:বি:	---	---	---
	কাজির তালুক স:প্রা:বি:	---	---	---
	মঘাদিয়া এনসি স:প্রা:বি:	---	---	---

	বখিলাপাড়া সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	পশ্চিম বাঁশখালী সাইক্লোন শেল্টার	---	---	---
	৩৭নং বাঁশখালী স:প্রা:বি:	---	---	---
	ওসমানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	---	---	---
	ডোমখালী স:প্রা:বি:	---	---	---
	১৪নং ডোমখালী স:প্রা:বি:	---	---	---
	শাহেরখালী মাল্টিপারপস	---	---	---
	ভূয়ারহাট স:প্রা:বি:	---	---	---
	শাহেরখালী উচ্চ বিদ্যালয়	---	---	---
	পশ্চিম শাহেরখালী স:প্রা:বি:	---	---	---
	জামালসফি স:প্রা:বি:	---	---	---
	গজারিয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	জাফরাবাদ স:প্রা:বি:	---	---	---
	জাফরাবাদ স্কুল কাম শেল্টার	---	---	---
	১৩২নং খাজুরিয়া স:প্রা:বি:	---	---	---
	উত্তর ওয়াহেদপুর স:প্রা:বি:	---	---	---
	১৮নং পশ্চিম পরাগালপুর স:প্রা:বি:	---	---	---
	তাজপুর অলি আহমেদ স:প্রা:বি:	---	---	---
	দক্ষিণ সোনাপাহাড় স:প্রা:বি:	---	---	---

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, মীরসরাই, ২০১৪

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা

- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

✓ গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

✓ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

ক্রমিক নং	অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
	রেডিও	১০৮	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	৭৮ জন সেচ্ছাসেবক
	মেগাফোন	৭৮	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	১১৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক ১৮ জন টিম লিডাররের মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তা (সিপিপি) এসব কাজ সম্পন্ন

ক্রমিক নং	অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
				করেন
	সুপারম্যাগা	২৪	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	টর্চলাইট	১৯৪	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	সাইরেন	৯৬	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	উদ্ধার ব্যাগ	৪৬	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ	২০০	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	মোটর সাইকেল	৪	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	রেইনকোট	২০০	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	লাইফ জ্যাকেট	৪৭৮	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	হার্ড হেড	৬৪০	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	গামবুট	৮৬৮ জোড়া	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	সংকেত পতাকা	২৩৪	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	HF Wireless set	১টি	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”
	VHF Wireless set	২ টি	সহকারী পরিচালক (সিপিপি)	” ”

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/ বাজার ইজারা, খাল/ বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/ বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/ বাজার, খাল/ বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ

- ঘাট ইজারা বাবদ
- খাস পুকুর ইজারা বাবদ
- খোয়াড় ইজারা বাবদ

- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
  - কৃষি
  - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
  - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
  - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
  - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
  - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
  - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬:পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ নুরুল আমিন	উপদেষ্টা	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ শাহদত হোসাইন চৌধুরী	এজিও প্রতিনিধি	০১৮১৯-৫৪০৬৫৫
৪	কাজী আব্দুল আলীম	**সদস্য**	০১৮১৪-৩০২০৬৯
৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য সচিব	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭:সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ নুরুল আমিন	উপদেষ্টা	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ শাহ আলম	মহিলা সদস্য	০১৯৭১-৮৪৮১২৬
৪	কাজী আব্দুল আলীম	সরকারী প্রতিনিধি	০১৮১৪-৩০২০৬৯
৫	মোঃ শাহদত হোসাইন চৌধুরী	এজিও প্রতিনিধি	০১৮১৯-৫৪০৬৫৫
৬	মোঃ মাইন উদ্দীন	**সদস্য**	০১৮১৯-৯৪৯১৬২
৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য সচিব	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/ মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/ মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

খাত	বর্ননা
কৃষি	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৪৭৪৬ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। ৫টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৬৮৩ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে প্রচন্ড ১৬৪৫৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ৪৩৯৯৬ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। মীরসরাই উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ৩৯০৬৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৩৯৯৬টি পরিবারের ১৭৫৯৮৪ জন মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ৫৯৭৮ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। যার ফলে মীরসরাই উপজেলায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে ২১৫৪৩টি আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ২৫৮৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	মীরসরাই উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩৮২৭ টি মাছ চাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৫৪৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	মীরসরাই উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানির আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে মীরসরাই উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে মীরসরাই উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে মীরসরাই উপজেলায় অর্থনীতিতে ভয়াভয়তা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে মীরসরাই উপজেলায় ৫টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ- গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ১২৩৪৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ৩৩৬৮৩ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১২০৮০৬ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ২৭৭.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৫টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৩০ কিঃমিঃ রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৩৩৬৮৪টি পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদষ্টো	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	জনাব ইমতিযাজ মোঃ আহসান কাদের, ইনচার্জ, মিরসরাই থানা	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৮৮
৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক-সিপিপি	সদস্য	০১৮১৭-৫২৬৮৬২
৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচবি	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদষ্টো	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক-সিপিপি	সদস্য	০১৮১৭-৫২৬৮৬২
৪	এ কে এম জসিম উদ্দীন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৯৮৮-৮২০০৫৫
৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচবি	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদষ্টো	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ জসিম উদ্দীন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭১১-০৪৮৮৯১
৪	কাজী আব্দুল আলীম, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৮১৪-৩০২০৬৯
৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচবি	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদষ্টো	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ লোকমান হোসাইন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৮১৮-৮৪৯৫৭১
৪	মোঃ আতাউর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১২-০৬৮১৯৩
৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচবি	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মীরসরাই, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেকলিষ্ট

রেডিও/ টিভির মাধ্যমে ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত "ছক" (চেক লিস্ট) পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুঁতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্যগুদাম/ ত্রানগুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কিনা	না
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	✓
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	✓
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	✓
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী	✓

	এলাকায় আছে	
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	✓
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা / প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓
১৮	অন্যান	✓

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ নুরুল আমিন	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা	০১৮১৭-২৪০৭০৬
২	মোঃ আশরাফ হোসেন	উপজলো নির্বাহী অফসিার	সভাপতি	০১৭১১-২০৪১৭৭
৩	মোঃ মাইন উদ্দীন	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৮১৯-৯৪৯১৬২
৪	ইয়াছমিন আক্তার কাকলি	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৮১৪-৩২৫০৫৫
৫	মোঃ লোকমান হোসাইন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৮১৮-৮৪৯৫৭১
৬	মোঃ শাহ আলম	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৯৭১-৮৪৮১২৬
৭	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭৩২-৩৫৩৮৪৪
৮	ডাঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১২-১৯৪৭৮৩
৯	প্রিয় কমল চাকমা	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৮২৫-০৩২৪৮২
১০	ইমতিয়াজ মোঃ আহসান কাদের	উপজেলা অফিসার ইনচার্জ, মীরসরাই	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৮৮
১১	মোঃ হুমায়ন কবির	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৫৫০-৬০৩৩০০
১২	এ কে এম জসিম উদ্দীন	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৯৮৮-৮২০০৫৫
১৩	মিহির কান্তি দত্ত	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১৪-৫৯৫৬৮৯
১৪	কাজী আব্দুল আলীম	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৮১৪-৩০২০৬৯
১৫	কে এম সাইদ মাহমুদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭১২-৯১৪৪৫৩
১৬	নাজনিন ফেরদৌস মজুমদার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৬৭২-০০৭৩০৭
১৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১-৩৯৫৮৭৫
১৮	গোলাম রহমান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৮৩৫২৪৪
১৯	আবুল কালাম আজাদ	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৭১৩১৬০
২০	মোঃ আতাউর রহমান	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১২-০৬৮১৯৩
২১	মোঃ জসিম উদ্দীন	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭১১-০৪৮৮৯১
২২	---	**সহকারী পরিচালক-সিপিপি**	সদস্য	০১৮১৭-৫২৬৮৬২
২৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম	---	সদস্য	---

২৪	---	চেয়ারম্যান, মীরসরাই ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ	সদস্য	---
২৫	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	১ নং করের হাট ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৭-২০৩১৪৪
২৬	মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভূঁইয়া পিন্টু	২ নং হিঙ্গুলী	সদস্য	০১৭১৫-১৪৬৫৭১
২৭	মকসুদ আহমদ চৌধুরী	৩ নং জোরারগঞ্জ	সদস্য	০১৮১৭-৭৪৭৩৭৫
২৮	তারেক ইসমত জামসেদী	৪ নং ধুমূ	সদস্য	০১৮১৮-৬২৫৫৭৯
২৯	মোঃ মোজাম্মেল হক	৫ নং ওসমানপুর	সদস্য	০১৮১৯-৩৯৫২৪২
৩০	নুরুল আবছার	৬ নং ইছাখালী	সদস্য	০১৮১৯-৩৩৯৪১০
৩১	মোঃ নুরুল আনোয়ার সবুজ	৭ নং কাটাছড়া	সদস্য	০১৭১৫-৯০৫৪৩৫
৩২	মোঃ সাইফুল ইসলাম খোকা	৮ নং দূর্গাপুর	সদস্য	০১৮১৯-৩৬৯০৩৮
৩৩	মোঃ জাফর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী	৯ নং মিরসরাই	সদস্য	০১৮১৭-৭০৬৮৪৮
৩৪	এস এম তাহের ভূঁইয়া	১০ নং মিঠানালা	সদস্য	০১৮১৯-৬৪৮০৮৩
৩৫	মোঃ শাহিনুল কাদের চৌধুরী	১১ নং মঘাদিয়া	সদস্য	০১৮১৭-৭৩৩৫১৫
৩৬	মোঃ জাহেদ ইকবাল চৌধূরী	১২ খৈয়াছরা	সদস্য	০১৭১১-১৪৮৯২৯
৩৭	মোঃ কবির আহমদ নিজামী	১৩ নং মায়ানী	সদস্য	০১৮১৮-৩৫৮৪৯৮
৩৮	মোঃ জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী	১৪ নং হাইতকান্দি	সদস্য	০১৮১৯-৫৪২১৫৩
৩৯	মোঃ সালাহ্ উদ্দীন	১৫ নং ওয়াহেদপুর	সদস্য	০১৮১৯-৬৪৪৬০৫
৪০	মোঃ নুরুল মোস্তফা	১৬ নং সাহেরখালী	সদস্য	০১৮১৭-০২৫৫৪৯

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, মীরসরাই, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	তারেক ইসমত জামসেদী	---	চেয়ারম্যান, ৪ নং ধুম	নাই	০১৮১৮-৬২৫৫৭৯
০২	নুরুল আলম ভোলা	---	৪ নং ধুম ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড ৩	নাই	০১৮১৪-৯৫০১১০
০৩	কবির আহমদ	---	৪ নং ধুম ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড ৯	নাই	০১৭১৯-২১১৪৩৬
০৪	রওশন আরা	---	৪ নং ধুম ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড ১,২,৩	নাই	০১৭২২-৪৭৮৮১৫
০৫	মোঃ আলী	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	---------
০৬	মীর হোসেন	---	,,	নাই	----------
০৭	বীনা রানী দেবী	---	,,	নাই	----------
০৮	রাশেদা আক্তার ডালিল	---	১৬ নং ইউপি মেম্বার ওয়ার্ড১,২,৩	নাই	০১৮২৯-৭৪৮১১৯
০৯	মোশাররফ হোসেন	---	১৬ নং ইউপি মেম্বার ওয়ার্ড ৪	নাই	০১৮১৪-৯৯৫৩৬৬
১০	কালু চন্দ্র নাথ	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	----------
১১	বিজয়বালা নাথ	---	,,	নাই	০১৮৪৬-০৩২৪৪২
১২	নুরুল ইসলাম	---	,,	নাই	----------
১৩	লুতফর রহমান	---	,,	নাই	----------
১৪	সাইফুল ইসলাম খোকা	---	চেয়ারম্যান, ৮ নং দূর্গাপুর ইউপি	নাই	০১৮১৯-৩৬৯০৩৮
১৫	পুষ্পরাণী চৌধুরী	---	ইউপি মেম্বার, ১,২,৩ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮৩৪-১২৯০৭৮
১৬	মোঃ জহুরুল আলম	---	ইউপি মেম্বার, ১ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮১৭-৭৬১২৮৫
১৭	তপন চন্দ্র দে	---	দফাদার	নাই	----------
১৮	বকুল রানী দে	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	----------
১৯	নলীনী রাণী দে	---	,,	নাই	----------
২০	হরিদাশ	---	,,	নাই	----------
২১	জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী	---	চেয়ারম্যান, ১৪ নং হাইতকান্দি	নাই	০১৮১৯-৫৪২১৫৩
২২	জাহানারা বেগম	---	ইউপি মেম্বার, ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮২৪-৬৮৩০১৮
২৩	স্বরোজ প্রিয় বড়–য়া	---	ইউপি মেম্বার, ২ নং ওয়ার্ড	নাই	

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
২৪	দেলোয়ার হোসেন	---	ইউপি মেম্বার, ৯ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮১৮-০৫৯২৫০
২৫	নুরুল আবছার	---	দফাদার ,,	নাই	০১৮১৮-০৬৮৪৬২
২৬	আবুল কালাম	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮২০-১৪৯২৩০
২৭	মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভূঁইয়া পিন্টু	---	চেয়াম্যান, ২ নং হিজুলী,	নাই	০১৭১৫-১৪৬৫৭১
২৮	মোঃ সোহেল শাহজাহান	---	ইউপি মেম্বার, ২ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৭১৫-১৪৬৫৭১
২৯	মোঃ বেলায়েত হোসেন	---	ইউপি মেম্বার, ৬ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮১৫-০১৫১১০
৩০	ফাতেমা আক্তার	---	ইউপি মেম্বার, ১,২,৩ নং ওয়ার্ড	নাই	০১৮১৩-০৭১৫৫১
৩১	দিলিপ কুমুর নাথ	---	দফাদার	নাই	০১৮১২-২৩৫৩৭২
৩২	মোঃ আবুল কাশেম	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮৩০-৫৬১০৬৮
৩৩	বিষ্ণু কুমার দে	---	,,	নাই	০১৮১৮-২০৯৫৫৬
৩৪	মোঃ নুরুল আবছার	---	চেয়াম্যান, ৬ নং ইছাখালী	নাই	০১৮১৯-৩৩৯৪১০
৩৫	মীর হোসেন	---	মেম্বার, ৬ নং ইউপি ওয়ার্ড ৩	নাই	০১৮১৭-৭৭১৭৩৬
৩৬	মোঃ মাহফুজ আলম	---	মেম্বার, ৬ নং ইউপি ওয়ার্ড ৭	নাই	০১৮১৯-৬২৪৭৩৪
৩৭	নূর হোসেন	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮২৫-১২৩১৯৮
৩৮	হক সাব	---	,,	নাই	০১৮২৩-৩৫৪০৩৩
৩৯	অর্চনা	---	,,	নাই	০১৮১৬-১১৭৫২৩
৪০	মকসুদ আহমদ চৌধুরী	---	চেয়ারম্যান ৩ নং জোরারগঞ্জ ইউপি	নাই	০১৮১৭-৭৪৭৩৭৫
৪১	হারুনর রশিদ	---	ইউপে মেম্বার, ৩ নং জোরাগঞ্জ	নাই	০১৮১৫-৬৩৬৪৬৩
৪২	দিলিপ কুমার নাথ	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	
৪৩	নিখিল চন্দ্র নাথ	---	,,	নাই	
৪৪	অটল কুমার দাশ	---	,,	নাই	
৪৫	মোঃ আজীজুল হক	---	,,	নাই	
৪৬	তাসলিমা আক্তার	---	,,	নাই	

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৪৭	নুরুল আনোয়ার সবুজ	---	চেয়ারম্যান, ৭ নং কাটাছড়া	নাই	০১৭১৫-৯০৫৪৩৫
৪৮	মোঃ আবুল খায়ের	---	ইউপি মেম্বার ৭ নং কাটাছড়া ওয়ার্ড নং ৩	নাই	০১৮৩১-৪৩৯৩৭৪
৪৯	ফখরুদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার ৭ নং কাটাছড়া ওয়ার্ড নং ৯	নাই	০১৮৩০-৮৫৩৪৬৬
৫০	মরন চন্দ্র নাথ	---	দফাদার	নাই	০১৯২৫-৬২৬০২৬
৫১	বলাই দাম	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮১৫-৪৮৩৭৪২
৫২	কৃষাণ কুমার দাশ	---	”	নাই	
৫৩	গোপাল কৃষ্ণ জলদাশ	---	”	নাই	০১৮১৪-৭৩১৫২১
৫৪	বলরাম সাহা	---	”	নাই	০১৮২১-৯২৮৯৪৪
৫৫	জাহেদ ইকবাল চৌধুরী	---	চেয়ারম্যান, ১২ নং খৈয়াছরা	নাই	০১৭১১-১৪৮৯২৯
৫৬	জরিনা বেগম	---	ইউপি মেম্বার, ১২ নং ইউপি ওয়ার্ড ১,২,৩	নাই	০১৮৪৯-৮২১৫৮৩
৫৭	মশিউর রহমান	---	ইউপি মেম্বার, ১২ নং ইউপি ওয়ার্ড ৩	নাই	০১৯১৪-১৪৭৫৯৯
৫৮	রফিক উদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার, ১২ নং ইউপি ওয়ার্ড ৯	নাই	০১৯১৬-৬৫৭৮৫৬
৫৯	এনামুল হক	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	----------
৬০	দিলিপ চন্দ্র নাথ	---	দফাদার	নাই	----------
৬১	আব্দুল খালেক	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	----------
৬২	জগদীশ	---	”	নাই	----------
৬৩	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	---	চেয়ারম্যান, ১ নং করেরহাট ইউপি	নাই	০১৮১৭-২০৩১৪৪
৬৪	লায়লা বানু	---	ইউপি মেম্বার,১ নং করেরহাট ওয়ার্ড ১,২,৩	নাই	০১৮১৮-৬৭৫৬৮৬
৬৫	কামাল উদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার,১ নং করেরহাট ওয়ার্ড ৫	নাই	০১৮১৯-৬৬৭৮৫৩
৬৬	মোঃ সিরাজ	---	ইউপি মেম্বার,১ নং করেরহাট ওয়ার্ড ৭	নাই	০১৮১৩-১৪৮৫৪৫

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৬৭	নেপাল চন্দ্র দাশ	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮১৩-৭৯৪১৬৩
৬৮	সমির সরকার	---	,,	নাই	০১৮১৫-১০৩৭৪৭
৬৯	আবুল হোসেন	---	,,	নাই	০১৯৪৯-৪৪৭১৭৯
৭০	মোঃ ইলিয়াছ	---	,,	নাই	০১৮৩০-৮৭৯৯৭৩
৭১	কবির আহমদ নিজামী	---	চেয়ারম্যান, ১৩ নং মায়ানী ইউপি	নাই	০১৮১৮-৩৫৮৪৯৮
৭২	এমরান হোসেন	---	ইউপি মেম্বার ১৩ নং মায়ানী ইউপি ওয়ার্ড ৩	নাই	০১৮১৭-৭৫৪৬১৮
৭৩	একরামুল হক	---	ইউপি মেম্বার ১৩ নং মায়ানী ইউপি ওয়ার্ড ৭	নাই	০১৮১৫-৫১৬৬৪৯
৭৪	রবিউল হোসেন	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮৩১-৬৪২৭৪৯
৭৫	বলরাম দাশ	---	,,	নাই	০১৮২৩-১৪২৪৫১
৭৬	রতন বড়–য়া	---	,,	নাই	০১৮১৮-৪৬৮৯০৮
৭৭	আনোয়ারা বেগম	---	,,	নাই	০১৮৪০-৩৭৯৪৪৩
৭৮	জাফর আহমদ চৌধুরী	---	চেয়ারম্যান ৯ নং মিরসরাই ইউপি	নাই	০১৮১৭-৭০৬৮৪৮
৭৯	জরিনা বেগম	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ১,২,৩	নাই	০১৮৩৪-০০৩২৮৬
৮০	মাজাহারুল ইসলাম	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৭	নাই	০১৮১৯-৬২৬৬৬৬
৮১	আশরাফুল্লাহ চৌধুরী	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৬	নাই	০১৮২০-০০৮৪৫৩
৮২	সুধির দাশ	---	দফাদার	নাই	০১৮৩১-৪৭৩১০৭
৮৩	মোঃ হারুন	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮২৩-৪০৯৪৮৪
৮৪	মুসলিম উদ্দীন	---	,,	নাই	০১৮১১-১৮৪১৯৩
৮৫	দিপু রানী নাথ	---	,,	নাই	০১৮৪৩-২২৮৬৮৮
৮৬	এস এম তাহের ভূঁঞা	---	চেয়ারম্যান, ১০ নং মিঠানালা ইউপি	নাই	০১৮১৯-৬৪৮০৮৩
৮৭	সাহাব উদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার ১০ নং মিঠানালা	নাই	০১৮১৭-২৩৪১২১

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
			ইউপি ওযার্ড ৫		
৮৮	আজীজুল হক মানকি	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৪	নাই	০১৭৫৯-৫০৩৭০৮
৮৯	সাহেদা শিরিন	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৭,৮,৯	নাই	০১৮১৮-৪৬০৫৫২
৯০	অমৃত কুমার দাম	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	০১৮৩১-১৯১২৯৩
৯১	মোঃ শাহজাহান	---	”	নাই	০১৮৩৫-৮৯০৪৩৯
৯২	ঝন্টু কুমারশীল	---	”	নাই	০১৮১২-০২৯৬৬২
৯৩	মমতা রানী দাশ	---	”	নাই	----------
৯৪	মোঃ শাহিনুল কাদের চৌধুরী	---	চেয়ারম্যান ১১ নং মঘাদিয়া	নাই	০১৮১৭-৭৩৩৫১৫
৯৫	মোঃ নুরুল আবছার	---	ইউপি মেম্বআর, ১১ নং মঘাদিয়া ওয়ার্ড নং১	নাই	০১৭১১-১৭১০২৯
৯৬	মীর হোসেন মামুন	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৪	নাই	০১৮১৫-৭১২৮১৫
৯৭	নুরের নবী	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৬	নাই	০১৮২৬-১২৯৪১৫
৯৮	মোঃ শাহজাহান	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৮	নাই	০১৮২১-৫৮৭০৬০
৯৯	আলেয়া বেগম	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ১,২,৩	নাই	০১৮২০-২০৯৭৫৩
১০০	মোঃ সালাহ উদ্দীন	---	চেয়ারম্যান, ১৫ নং ওয়াহেদপুর	নাই	০১৮১৯-৬৪৪৬০৫
১০১	বিউটি চৌধুরী	---	ইউপি মেম্বার, ১৫ নং ওয়াদেপুর ওয়ার্ড ১,২,৩	নাই	০১৮২৩-৮৪৬৩৬১
১০২	মোঃ আহসান উল্লাহ	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৬	নাই	০১৮১৯-৩৩৭৬৩০
১০৩	মোঃ কামাল উদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৭	নাই	০১৮১৯-৮৮৯৪৪৫
১০৪	সুকুমার নাথ	---	গ্রাম পুলিশ	নাই	----------

ক্র:নং	নাম	পিতার/ স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১০৫	বিভুতিভূষন নাথ	---	,,	নাই	০১৮১৬-৫১৭০৫০
১০৬	তপন সূত্রধর	---	,,	নাই	০১৮২৪-৫৩৯৫৯৭
১০৭	এাবুল হক	---	,,	নাই	০১৮২৩-৮৩২২৮৭
১০৮	মনি বালা দেবী	---	,,	নাই	----------
১০৯	মোঃ মোজাম্মেল হক	---	চেয়ারম্যান, ৫ নং ওচমানপুর	নাই	০১৮১৯-৩৯৫২৪২
১১০	আব্দুল মোতোলেব	---	ইউপি মেম্বার ৫ নং ওছমানপুর' ওযার্ড ২	নাই	০১৮১৯-৯৯৩৬৫৫
১১১	মোঃ আলাউদ্দীন	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৪	নাই	০১৮১৭-৭৪৬৯১৮
১১২	নূর খান	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৬	নাই	০১৮১৮-১৭০৮৪০
১১৩	সিরাজুল ইসলাম	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৭	নাই	০১৮১২-৫৩০৮৭২
১১৪	আহমমদের রহমান	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৮	নাই	০১৮৩০-১৬৫৫৭৬
১১৫	নাজমা আক্তার	---	ইউপি মেম্বার ৯ নং মিরসরাই ওয়ার্ড নং ৭,৮,৯	নাই	০১৮১২-০৯৬১৫৯

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,মীরসরাই, ২০১৪

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
---	---	---	---

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মহজন হাট স: প্রা: বি:	---	---	---
গোলকের হাট পি.এন গার্লস্ হাইস্কুল	---	---	---
উত্তর মোবারকঘনা স: প্রা: বি:	---	---	---
দূর্গাপুর এন.সি স: প্রা: বি:	---	---	---
হাজীশ্বরী স: প্রা: বি:	---	---	---
উত্তর বলিয়াদি স:প্রা:বি:কাম সা:সে.	---	---	---
দক্ষীন বলিয়াদি স: প্রা: বি: কাম সা. সেল্টার	---	---	---
পশ্চিম হাইতকান্দি স: প্রা: বি:	---	---	---
১৪ নং. হাইতকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ	---	---	---
করম আলি কোস্টাল স: সে.	---	---	---
কুরুয়া স: প্র: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
১৪৪ নং. মহালঙ্কা শহীদ মেমোরিয়াল স: প্রা: বি:	---	---	---
তারাকাটিয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
১৪৪ নং. মহালঙ্কা শহীদ মেমোরিয়াল স: প্রা: বি:	---	---	---
পূর্বআজমনগর দৌলত বিবি স: প্রা: বি:	---	---	---
১১ নং.আজমপুর স: প্রা: বি:	---	---	---
গনকসারা স: প্রা: বি:	---	---	---
খিল হিঙ্গুলী স: প্রা: বি:	---	---	---
টাকেরহাট সা: সে:	---	---	---
পশ্চিম ইছাখালী সা: সে:	---	---	---
দক্ষীন ইছাখালী সা: সে:	---	---	---
পশ্চিম ইছাখালী সাকারিয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
ডা.মোস্তফা স্বপ্ন একাডেমি	---	---	---
বেচুরঠাট স: প্রা: বি:	---	---	---
ঝুলনপুল স: প্রা: বি:	---	---	---
সুফিয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
চর শরৎ এন.এম স: প্রা: বি:	---	---	---
চর শরৎ স: প্রা: বি:	---	---	---
অলীখান স: প্রা: বি:	---	---	---
শহীদুল হক হাইস্কুল	---	---	---
সাহেবদি নগর স: প্রা: বি:	---	---	---
৪৪ নং.আবুর হাট স: প্রা: বি:	---	---	---
মাদবর হাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	---	---	---
ইছাখালী স: প্রা: বি:	---	---	---
চত্তারুয়া স: প্রা: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
কয়লা শহীদ জাকির হোসাইন স: প্রা: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
বামন সুন্দর স: প্রা: বি:	---	---	---
৫৪ নং.পশ্চিম বাড়িয়াখালি	---	---	---
আহমেদ আলী মিয়ার হাট স: প্রা: বি:	---	---	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
৬০ নং. পূর্ব তাতাইয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
কাটাছড়া আব্দুল সাত্তর ভূইয়ার হাট স: প্রা: বি:	---	---	---
তেমোহনী স: প্রা: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
মজিদিয়া ভুইয়া পাড়া স: প্রা: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
উত্তর আমবাড়িয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
এস.এম. হাজিপাড়া স: প্রা: বি:	---	---	---
শাহ্ আব্দুল মজিদ স: প্রা: বি:	---	---	---
পশ্চিম মায়ানি স: প্রা: বি:	---	---	---
পশ্চিম মায়ানি মডেল হাইস্কুল	---	---	---
মধ্যো মায়ানি স: প্রা: বি:	---	---	---
পশ্চিম মায়ানি আদর্শ হাইস্কুল	---	---	---
পূর্ব মায়ানি শহীদ আবুলকামাল স: প্রা: বি:	---	---	---
১১২ নং. পূর্ব মায়ানি সোলাইমান স: প্রা: বি:	---	---	---
৭১ নং. কিসমত জাফরাবাদ স: প্রা: বি:	---	---	---
৭৭ নং. মধ্য মঘাদিয়া কবির মেমোরিয়াল স: প্রা: বি:	---	---	---
১০ নং. মিঠানালা ইউনিয়ন পরিষদ	---	---	---
৮২ নং. মিঠানালা সুফয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
কালামিয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
মিঠানালা উপকুলীয় সা. সেন্টার	---	---	---
মালিয়াইস স: প্রা: বি: কাম সেন্টার	---	---	---
৮৫ নং. রহমতাবাদ স: প্রা: বি:	---	---	---
আবু তোরাব এস.এম. স: প্রা: বি:	---	---	---
কাজিরতালুক স: প্রা: বি:	---	---	---
মঘাদিয়া এন. সি. স: প্রা: বি:	---	---	---
বতিল্লাপাড়া সা. সেন্টার	---	---	---
পশ্চিম বাঁশখালি সা.সেন্টার	---	---	---
মঘাদিয়া শিশুসদন নুরুল আবসার হাইস্কুল	---	---	---
টিংগোরিয়াতলা আবু তাহের স: প্রা: বি:	---	---	---
৯৪ নং. হাসিম নগর স: প্রা: বি:	---	---	---
মঘাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	---	---	---
৩৭ নং. বাঁশখালি স: প্রা: বি:	---	---	---
ওসমানপুর হাইস্কুল	---	---	---
সাহেরখালি স: প্রা: বি:	---	---	---
১৪ নং. সাহেরখালি স: প্রা: বি:	---	---	---
সাহেরখালি মাল্টিপারপস্	---	---	---
ভূঁইয়ার হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়	---	---	---
সাহেরখালি হাইস্কুল কাম সেল্টার	---	---	---
পইশ্চম সাহেরখালি স: প্রা: বি:	---	---	---
জামাল সফি স: প্রা: বি:	---	---	---
গাজিরিয়া স: প্রা: বি:	---	---	---
১৬ নং. সাহেরখালি ইউনিয়ন পরিষদ	---	---	---
জাফরাবাদ স: প্রা: বি: কামসেল্টার	---	---	---
জাফরাবাদ স: প্রা: বি:	---	---	---
১৩২ নং. খাজুরিয়া স: প্রা: বি: কাম সেল্টার	---	---	---
উত্তর ওয়াহেদপুর স: প্রা: বি:	---	---	---
১৮ নং. পশ্চিম পরাগালপুর স: প্রা: বি:	---	---	---

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তাজপুর ওয়েল আহমেদ স: প্রা: বি:	---	---	---
দক্ষীন সোনাপাহাড় স: প্রা: বি:	---	---	---

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, মীরসরাই, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ধুম, দূর্গাপুর, ইছাখালী, মীরসরাই, ওসমানপুর, সাহেরখালী	---	---	---

তথ্য সূত্র: এলজিইডি, মীরসরাই, ২০১৪

উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য

তথ্য সূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস, মীরসরাই, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
---	---	---	---

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
---	---	---	---

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়নের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
১১ নং মঘাদিয়া	মোঃ নাইম উদ্দীন	০১৯১৯-৬৯৩১১৪	---
১৫ নং ওয়াহেদপুর	প্রদিপ চন্দ্র নাথ	০১৮১১-৩২৮০৮১	---
১৫ নঙ ওয়াহেদপুর	সৈয়দ মেজবাহ উদ্দীন	০১৮১৯-৮০২৩১৭	---
১৩ নং মায়ানী	কাজী মোঃ ফিরোজ খান	০১৮১৫-৬৩৯৬০৪	---
১৩ নং মায়ানী	আজিম উদ্দনি	০১৮১২-৪১০৯২১	---
১৫ নং ওয়াহেদপুর	মোঃ ফিরোজ আলম	০১৮১৫-৬০৭৫৩০	---
৮ নং দর্গাপুর	দিপক দাশ	০১৮৪০-৫৩১৮৭৩	---
মিসরাই সদর	নুর উদ্দীন	০১৮৩৭-৭৭০২৩৯	---

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, মীরসরাই, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা

আয়তন	৪৮২.৮৮ বর্গ কিমি	গীর্জা	৪ টি
ইউনিয়ন	১৬ টি	ঈদগাঁহ্	১১৯ টি
মৌজা	১১৩ টি	ব্যাংক	২৬ টি
গ্রাম	২০৯ টি	পোস্ট অফিস	৩০ টি
পরিবার	৬৬০০৮	ক্লাব	৬৪ টি
মোট জনসংখ্যা	৩৭০৮৯৬	হাট বাজার	৩৩ টি
পুরুষ	১৭৩৬৪৫	কবরস্থান	৮৮৭টি
মহিলা	১৯৭২৫১	শ্মশান ঘাট	১৩৫টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		মুরগির খামার	৩৩০ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৩ টি	তাঁত শিল্প কারখানা	---
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪২ টি	গভীর নলকূপ	৯৯০ টি
কলেজ	৬ টি	অগভীর নলকূপ	৮ টি
মাদ্রাসা(দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী)	২৭ টি	হস্ত চালিত নলকূপ	---
ব্র্যাক স্কুল	---	পাকা রাস্তা	২০৩.২৪ কিমি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	---	নদী	২ টি
শিক্ষার হার	৬৫%	খাল	৫০ টি
বেসরকারী ক্লিনিক	---	বিল	--
বাঁধ	৬ টি	হাওড়	--
স্লুইচ গেট	১১ টি	পুকুর	১৩৮০০ টি
ব্রীজ/কালভার্ট	১০০৪ টি	জলাশয়	---
মসজিদ	৫২০ টি	কাঁচা রাস্তা	১৬০৫.২০ কিমি
		মোবাইল টাওয়ার	৮ টি
মন্দির	২৬ টি	খেলার মাঠ	২৭ টি

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

* সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।

সরকারী রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

দুর্যোগ সর্তকবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে পৌঁছানোর নামই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বরে ফোন করে আবহাওয়া ও বন্যা পূর্বাভাস এবং নদী বন্দরের পূর্ব সতর্কতা জানা সম্ভব।

সংযুক্তি ৭:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৪ স্থান মীরসরাই উপজেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ । এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আমিন।

মূলকার্যক্রম

সকাল ১০.২৫ মিনিটে সুশীলনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন। এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক অফিসার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলেধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেইসব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাক/সংশোধনী সমূহ

উপরিক্ত আলোচনা হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে বজ্রপাত, ফসলে পোকার আক্রমন, অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত আবকাঠামো স্থাপন, চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা, ভূমি দখল ও ভূমিকম্প অবশ্যই থাকতে হবে।
- মীরসরাই উপজেলায় পানির সমস্যা রয়েছে।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- মীরসরাই উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভাটি উপজেলার চেয়ারম্যান এবং এই সভার সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের উপজেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরি। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী	করের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৮	৪	না
	দক্ষিণ পশ্চিম জোয়ার সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৫০	৩	৩	না
	পশ্চি জোয়ার রশিদিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩০০	৫	৩	না
	হাবিলদার বাসা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪৫০	৬	১	না
	অলিনগর বি এম কে সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩০০	৫	৭	না
	মজুমদার সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩০০	৪	৯	না
	আমজাদিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪৫০	৫	৮	না
	চত্তুরুয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৫০০	৭	৪	হাঁ
	বদ্দ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২০০	৩	৯	না
	কয়লা শহীদ জাকির হোসেন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩০০	৫	৬	হাঁ
	দক্ষিণ অলিনগর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২০০	৩	৫	না
	গনকছরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	৩	হাঁ
	উত্তর আজমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৫	১	না
	চিনকির হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩০	৭	২	না
	চিনকি আস্তানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৮	৫	হাঁ
	মানবিবি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৭	৯	হাঁ
	খিলহিঞ্জুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯০০	১৩	৭	হাঁ
	এরশাদউল্লাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৪	৬	না
	জোরারগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩০	৬		না
	আরফান বিবি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৫		না
	পরাগলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৫		হাঁ
	বিষু মিয়ার হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৮		না
	গোবিনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৫		না
	নন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৮		না
	মধ্যম সোনাপাহাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬০	৪		না
	ইমামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৬		হাঁ
	জোহরা আজিজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৮		না
	উত্তর মোবারকঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	১	হাঁ
	২৬ নং দক্ষিণ মোবারকঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	২	না
	গোলকের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	২	না
	উত্তর ধুম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৫	৬	২	না
	মহাজনহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৬	৯	হাঁ
	২৭ নং দক্ষিণ ধুম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	৫	না
	দক্ষিণ নাহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৫	৭	৬	না
	উত্তর নাহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৪	না
	মরগাং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৭	১-২	হাঁ
	ওসমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	৩	হাঁ
	পূর্ব সাহেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২০	৮	৫	হাঁ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	পশ্চিম সাহেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৬	হাঁ
	বাঁশখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	৭	হাঁ
	আজমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	৯	হাঁ
	ইছাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৬	৩	হাঁ
	৪৩ নং বেচুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৭	২	হাঁ
	অলি খান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	৬	হাঁ
	চুনি মিঝিরটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৭	হাঁ
	চরশরৎ এল এম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	৯	না
	চরশরৎ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৭	৯	হাঁ
	দেওখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৫	২	না
	আবুরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৭	১	হাঁ
	সাহেব্দী নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	২	না
	ঝুলনপুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	৪	হাঁ
	পশ্চিম ইছাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৭	৭	হাঁ
	পশ্চিম ইছাখালী সুফিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	৮	হাঁ
	আহমদ আলী মিয়ার হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	২	হাঁ
	বামনসুন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৫	৬	হাঁ
	পশ্চিম বাড়িয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৫	৫	হাঁ
	কাটাছরা আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৩	হাঁ
	ইছাখালী কাজীগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৭	১	না
	পশ্চিম কাটাছরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	১	না
	পূর্ব বাড়িয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩০	৫	৪	না
	উত্তর কাটাছরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৬	না
	মুরাদপুর ফাতেমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	৮	না
	তেমুহনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৭	৭	হাঁ
	পূর্ব তেতৈয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	৯	হাঁ
	তেতৈয়া নবতারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৫	৪	না
	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪	৫	৩	না
	হাজীস্বরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	৫	১	হাঁ
	হরিহরপুর রুহুল আমীন ভেন্ডর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬২	৬	৪	না
	রঘুনাথপুর হাজী সুলতান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	৬	৫	না
	দূর্গাপুর এন.সি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৬	৭	৬	হাঁ
	পূর্ব দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬১	৭	৬	না
	মুরারীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	৪	না
	উত্তর হাজীস্বরাই নিরধাসূন্দরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫	৫	৭	না
	জনার্দ্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৭	৮	না
	উত্তর দূর্গাপুর (১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	৮	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	উত্তর দূর্গাপুর (২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৬	৯	না
	পূর্ব দূর্গাপুর গরিবুল্লাহ শাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	৯	না
	মোঠবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪০	৫	১	না
	বিশ্ব দরবার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৭	২	না
	মিঠাছরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৬	৩	না
	মান্দারবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৭	৩	না
	উত্তর তালবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৬	৬	না
	কিছমত জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	৮	হাঁ
	মধ্যম মঘাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৬	১	না
	মিঠানালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২০	৭	৩	না
	এস. আলম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৩	না
	রাঘবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	২	না
	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৮	২	না
	রহমতাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৬	৪	হাঁ
	রবিউল হক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৭	৪	হাঁ
	কালামিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৫০	৮	৫	না
	সুফিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭০	৭	৬	না
	রহমানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৭	৭	না
	পূর্ব মলিয়াইশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৬	৭	না
	হাজী বদিউল আলম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৫	৮	না
	মলিয়াইশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৭	৯	হাঁ
	বানাতলী সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৮	৯	না
	নিচিন্তা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৩	৬	৬	না
	বেগম নুর উন নাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৪	৫	না
	১০৪ নং দক্ষিণ আমবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৯	৮	৪	না
	১০৩ নং খৈয়াছরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৮	১	না
	১০২ নং পোলমোগরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩	৬	২	না
	১০৭ নং মসজিদিয়া ভূঁইয়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৪	৫	৯	হাঁ
	১০৫ নং মসজিদিয়া জব্বারীয়া সরসারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৮	৭	৪	না
	দুয়ারু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	৫	৭	না
	১৫৪ নং পশ্চিম খৈয়াছরা এন.আই. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮২	৭	৬	না
	উত্তর আম বাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৫	৭	৩	হাঁ
	১৪৮ নং পূর্ব খৈয়াছরা এন.সি. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয়	২০৪	৬	৭	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	শহীদ আবুল কালাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৩	৪	৩	হাঁ
	সোলায়মান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	৩	হাঁ
	মোল্লাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯	৫	৩	হাঁ
	জানমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	৪	২	না
	আবুতোরাব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	৬	৫	না
	শাহ আব্দুল মজিদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৪	৫	৫	না
	সৈদালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩	৫	১	না
	পশ্চিম মায়ানী শহীদ কামাল উদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০১	৪	৪	না
	পশ্চিম মায়ানী হাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৭	৪	৪	না
	মধ্যম মায়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	৫	৬	না
	পশ্চিম মায়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৫	৭	হাঁ
	এস.এম হাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	৬	৬	হাঁ
	১২৬ নং পূর্ব হাইতকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	৩	৪	না
	কাজিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	৩	১	না
	দক্ষিন বালিয়াদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮১	৪	৯	হাঁ
	১২৩ নং কমর আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	২	৭	না
	মহালংকা শহীদ মেমোরিয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৯	৩	৯	না
	দমদমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৪	৩	না
	১২২ নং উত্তর হাইতকান্দি খায়রিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৫	২	না
	১২৮ নং উত্তর বালিয়াদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৪	৮	হাঁ
	তারাকাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৪	৪	হাঁ
	২৭ নং কুরুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৩	৭	হাঁ
	১২০ নং পশ্চিম হাইতকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৮	২	৫	হাঁ
	দক্ষিণ খাজুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৫	৭	না
	খাজুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	৭	হাঁ
	ওয়াহেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	৬	না
	জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫১	৪	৮	হাঁ
	সরকারহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৯	৮	২	না
	বড় কমলদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৬	৮	না
	ছোট কমলদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৯	৫	৭	না
	পদুয়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৪	২	না
	ওয়াহেদপুর মোল্লা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	৪	৯	না
	গাছ বাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৩	৪	১	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	শেখের তালুক সুকুমারনাথ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	৬	না
	উত্তর ওয়াহেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	৪	ঘাঁ
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৭	৬	৮	না
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৩	৫	৪	হাঁ
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৬	৮	না
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৫	৬	হাঁ
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৩	৭	হাঁ
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	৪	২	না
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	৫	৬	না
বে-সরকারী	করের হাট কে এম উচ্চ বিদ্যালয়	৮০০	১৮	৪	না
	আলিমপুর এলবি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫০	১২	৭	হাঁ
	জয়পুর পূর্ব জোয়ার আংকুরের নেছা ওবায়দুল হক উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫০	১২	১	না
	ধুমঘাট হাজী চাঁন মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৭০০	১৭	৩	না
	চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়	৭০০	১৮		না
	জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫০	১৫		না
	জেবি উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১৪		না
	জোরারগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়	৭০০	১০	২	না
	গোলকেরহাট মেহেরুন্নেছা ফয়েজ বালক উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	১২	২	হাঁ
	গোলকেরহাট পাঞ্জুবেন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১২০০	২২	৯	না
	মহাজনহাট ফজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	৮০০	১৪	৬	না
	নাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫০	৬	৬	না
	নাহেরপুর দাখিল মাদ্রাসা	১১০০	২৫	৭	না
	শান্তিরহাট মাদ্রাসা	৯০০	১৫	৩	না
	ওসমানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	১৩	৭	না
	যাত্রমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১১	৪	না
	আল-আমিন আইডিয়াল স্কুল	৮৫০	১৬	১	না
	আবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫০	১২	৫	না
	ঝুলনপুল বেনী মাধব উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১৫	৪	না
	মাতবরহাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	৫০০	১১	২	না
	ওয়াহেদুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়	৬৫০	১৪	৬	না
	বামনসুন্দর এফ এ উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	৯	৮	না
	মুরাদপুর ফাতেমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়				না
	বাড়ীয়াখালী মাওলানা লকয়িত উল্যাহ দাখলি মাদ্রাসা	৪৫০	৯	৬	না
	দূর্গাপুর নগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১৩	৪	না
	জনার্দ্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৫২০	১২	৩	না
	মিঠাছরাউচ্চ বিদ্যালয়	৫৫০	১৩	২	না
	বিশ্ব দরবার উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	১০	৮	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	মাজহারুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	৬০০	১৫	৩	না
	মিঠাছরা মাদ্রাসা	৪৫০	১২	৩	না
	মান্দারবাড়িয়া মহিলা মাদ্রাসা	৬৩০	১৫	৩	না
	মিঠানালা রামদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১৩	৯	না
	মলিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	১১	৬	না
	সুফিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়	৬৩০	১৪	৭	না
	আবুল কাশেম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৫০০	১১	৮	না
	বজলুর সোবহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	৯৩৩	১৫	১	না
	খৈয়াছরা উচ্চ বিদ্যালয়	২২০	১১	৩	না
	মাজেদা হক উচ্চ বিদ্যালয়	২৮৬	১০	৩	না
	আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয়	২০০	১০	৬	না
	শফিউল আলম উচ্চ বিদ্যালয়	২০৫	৯	৭	না
	পশ্চিম মায়ানী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫২০	১৫	৫	না
	প্রফেসর কামাল উদ্দীন চৌধুরী কলেজ	৬৩৭	১১	৪	না
	হাইতকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়	৯৯১	১৫	৭	না
	কমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৬৬	৬	৯	না
	মহালংকা উচ্চ বিদ্যালয়	১২৮	৩	৯	না
	বালিয়াদি খাদেমূল উলুম মাদ্রাসা	১৪৫	৪	১	না
	সরকারহাট এন,আর, উচ্চ বিদ্যালয়	১১৯১	১৮	২	না
	নিজামপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়	৫৭৪	১৫	৪	না
	জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৬	১২	৮	না
	নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	২১৬৫	২২	২	না
	মির্জাবাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫৫১	৭	৪	না
	হযরত শাহ সুফী মাও: নূর আহমদ (রহ:)দাখিল মাদ্রাসা	৪০৪	৭	৩	না
	নিজামপুর মাওলানা আব্দুল গনি (রহ:) দাখিল মাদ্রাসা	২৫৯	৫	২	হা
	সাহেরখালী উচ্চ বিদ্যালয়	৮৩৯	১২	৫	না
	নুরুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৩	৫	৮	না
	খোয়ার হাট নূরিয়া ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৩	৬	২	না
রেজিষ্টার্ড	আহমদিয়া হাবিবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৪	৪	২	না
	নজিামপুর প্রি- ক্যাডটে স্কুল	২০০	৪	২	না
	মায়ানী বগলা কুমার রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	১	না
	ওয়াহেদুন্নেছা রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৪	৫	না
	পাতাকোট বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৫	৮	না
	হাজী কামালপাশা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৪	৩	না
	হাবিবুল্লাহ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪	২		না
	আমানুল্লাহ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	৮	৪	না

সংযুক্তি ৯

আপদ মানচিত্র (সাইক্লোন)

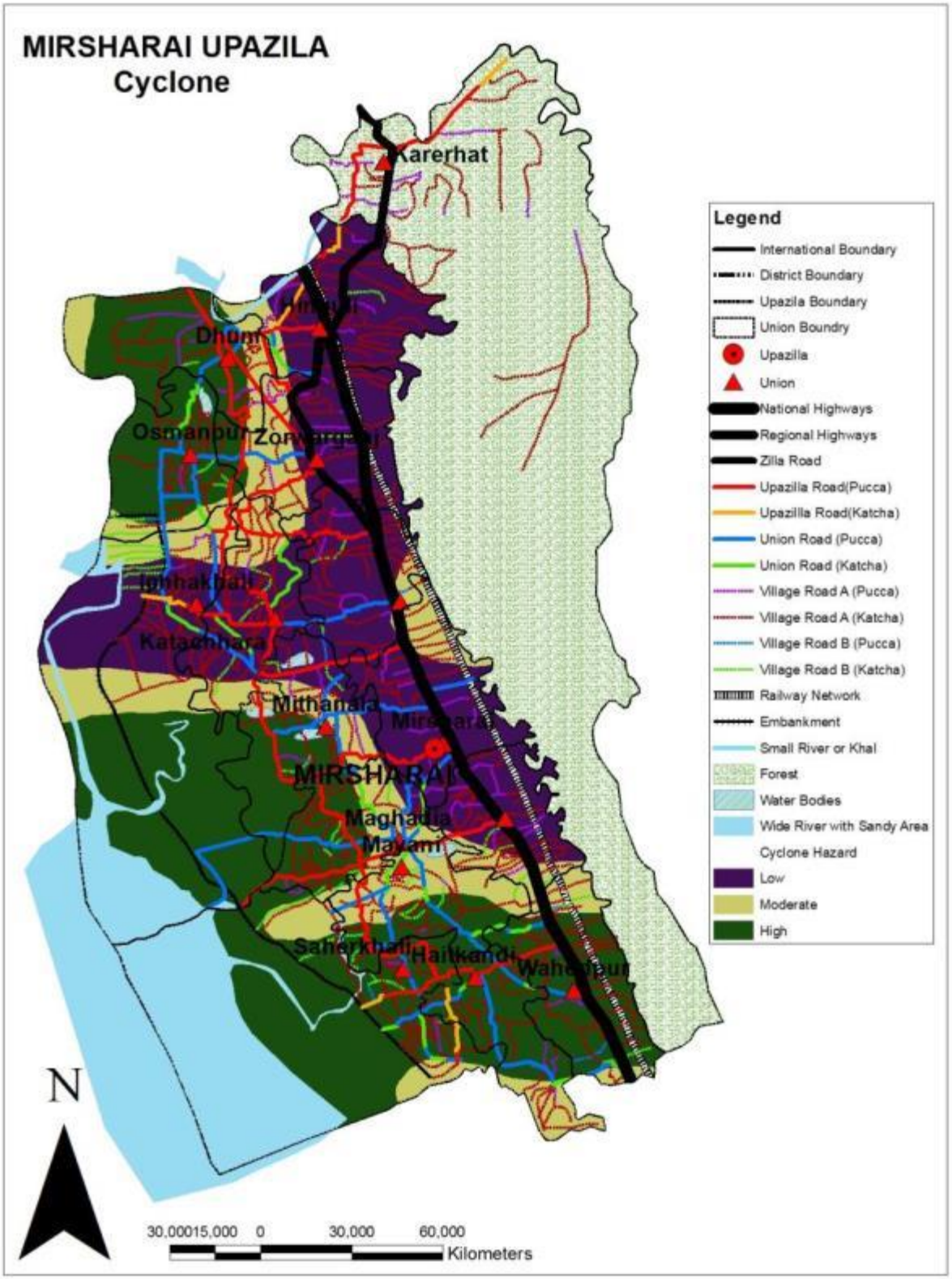

সংযুক্তি ১০

আপদ মানচিত্র (অতিবৃষ্টি)

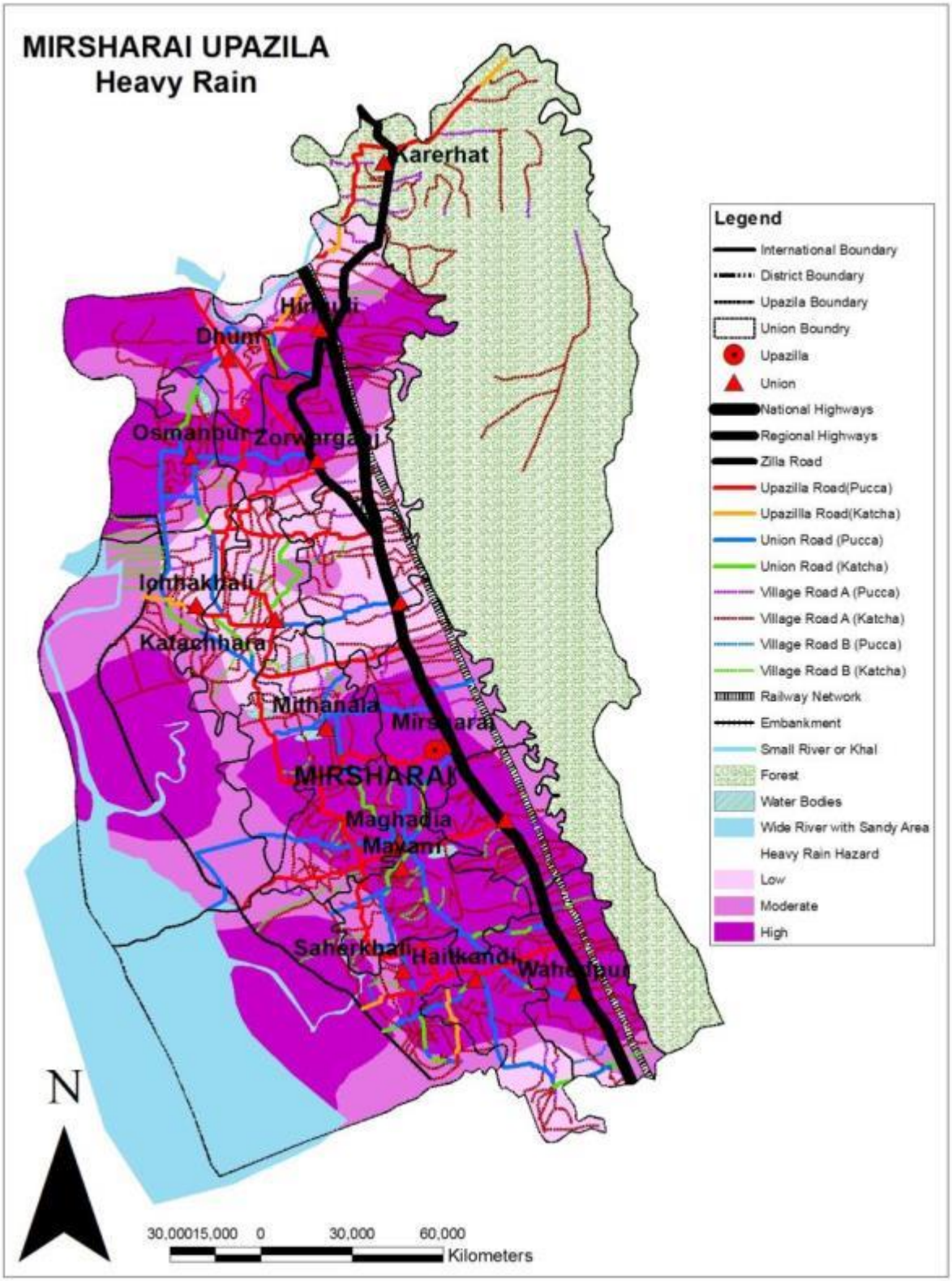

সংযুক্তি ১১

আপদ মানচিত্র (পাহাড়ী ঢল)

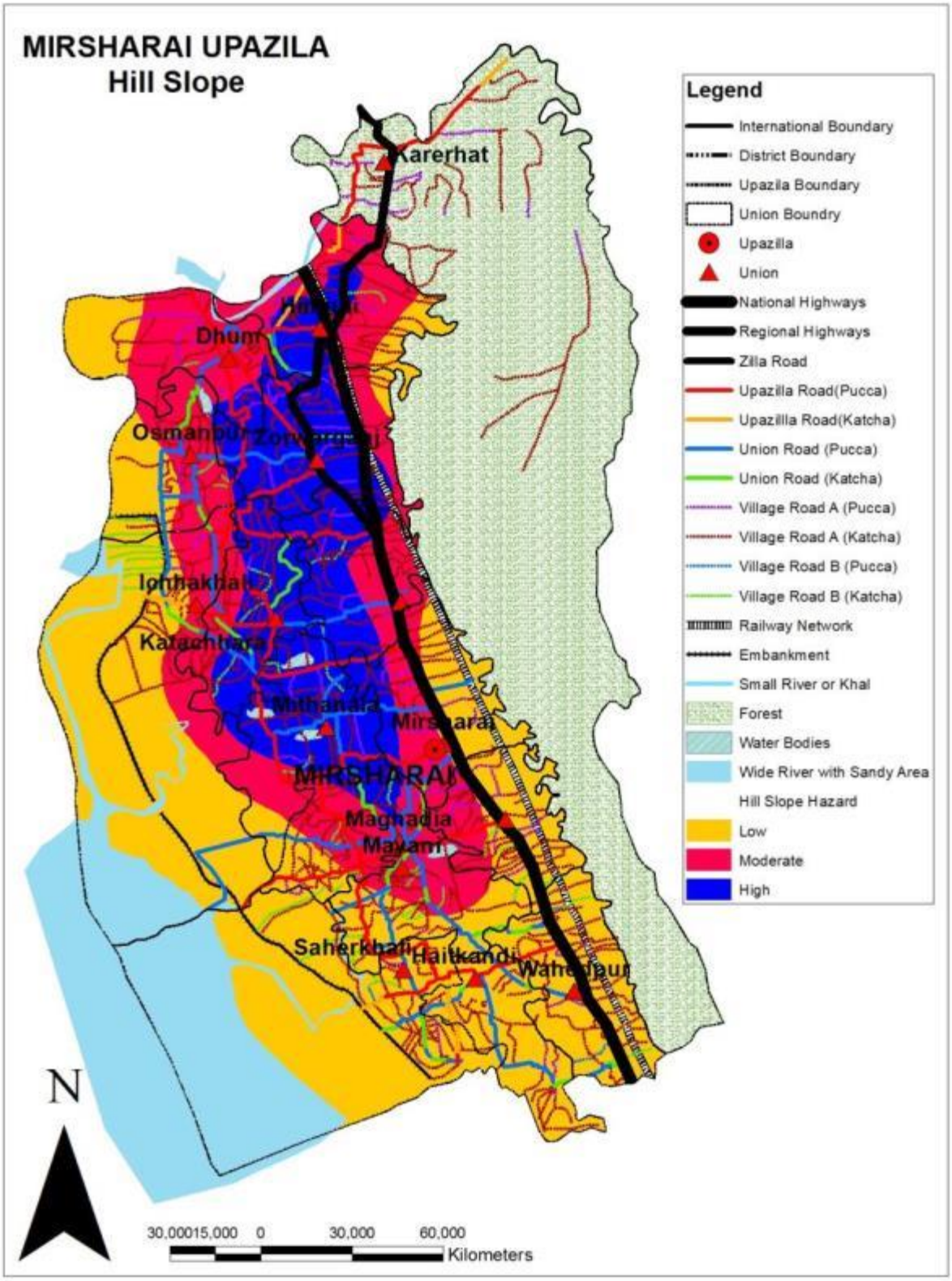

সংযুক্তি ১২

আপদ মানচিত্র (ভূমিধস)

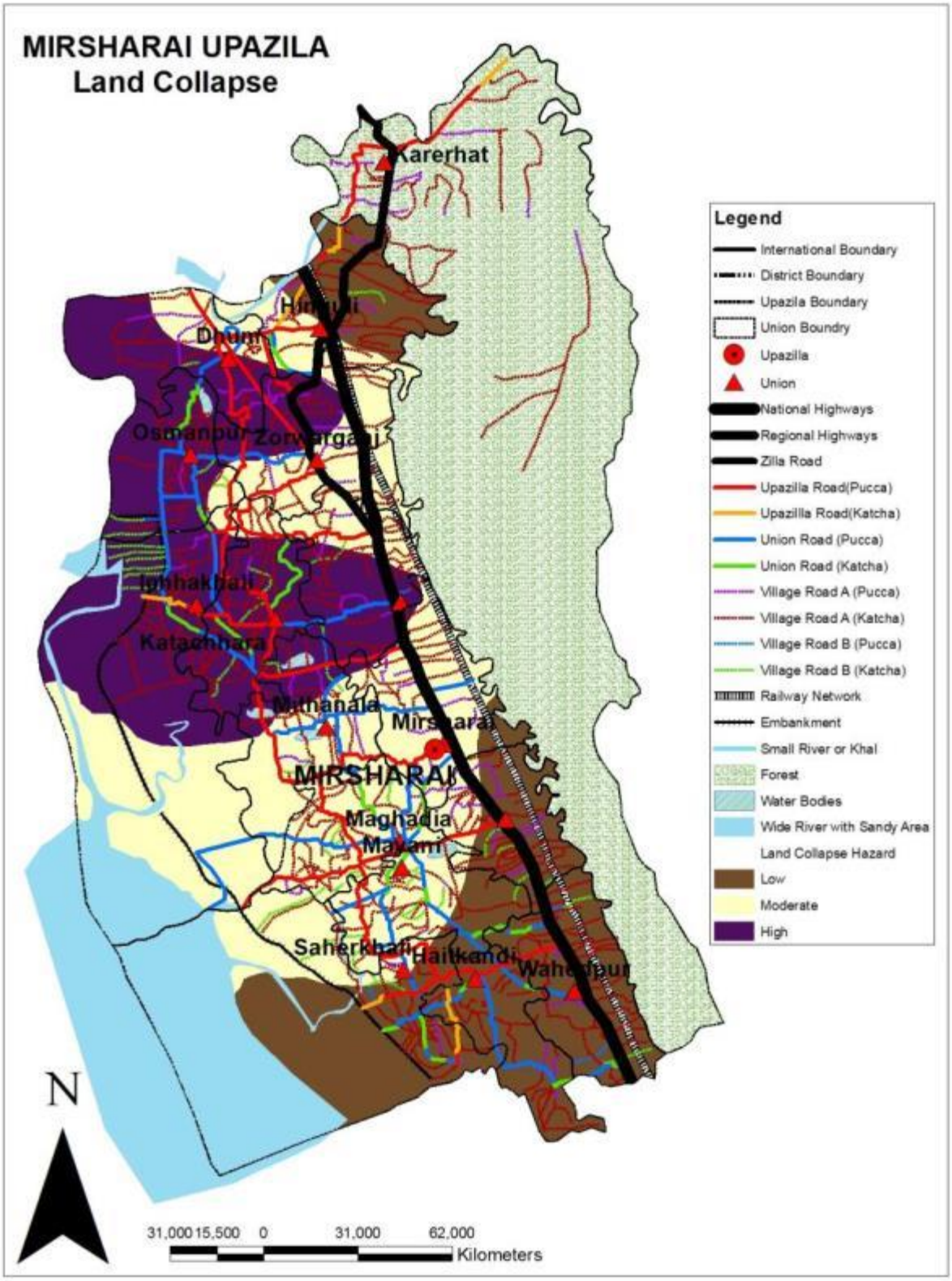

সংযুক্তি ১৩

আপদ মানচিত্র (অস্বাভাবিক জোয়ার)

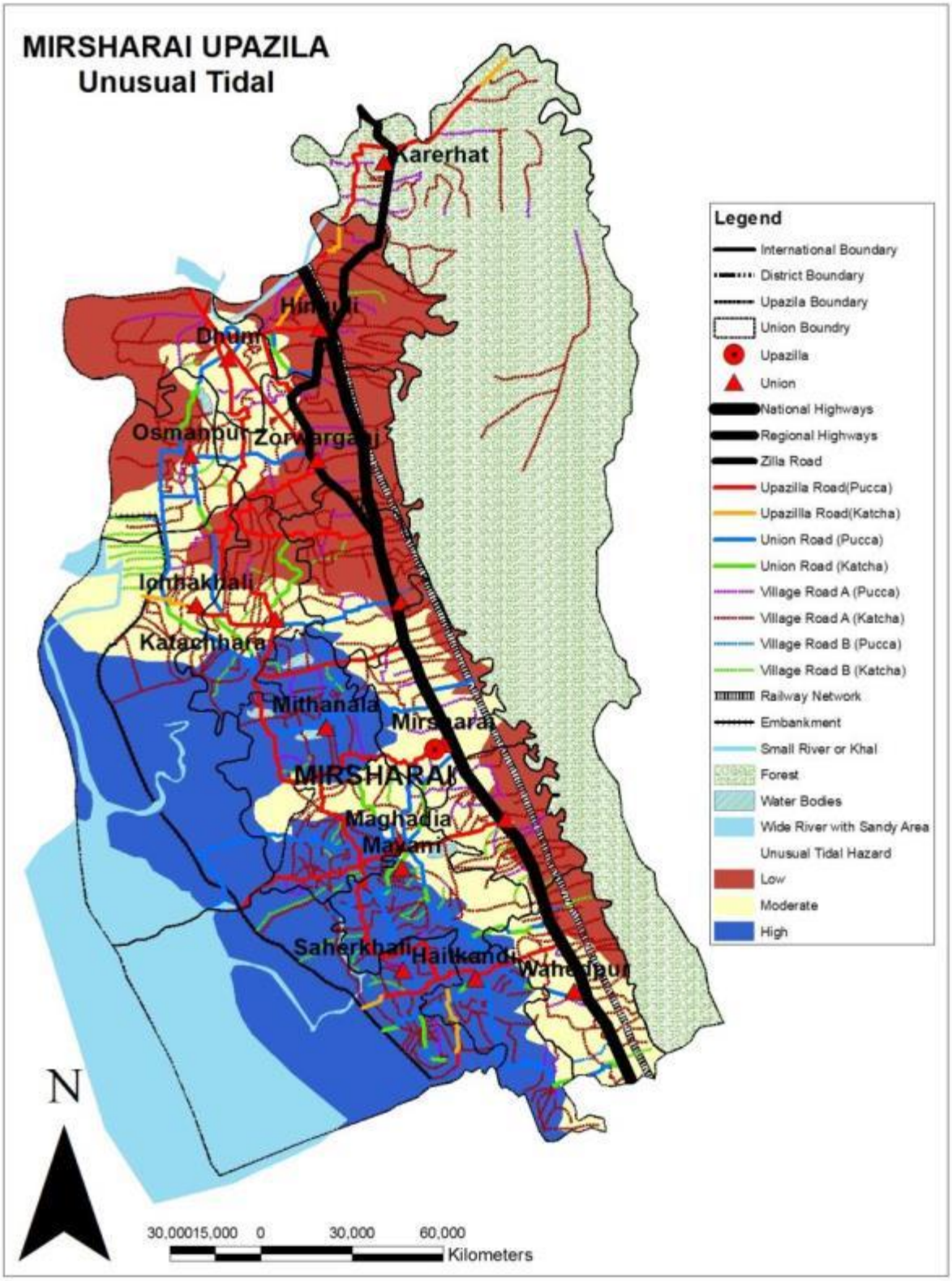

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.